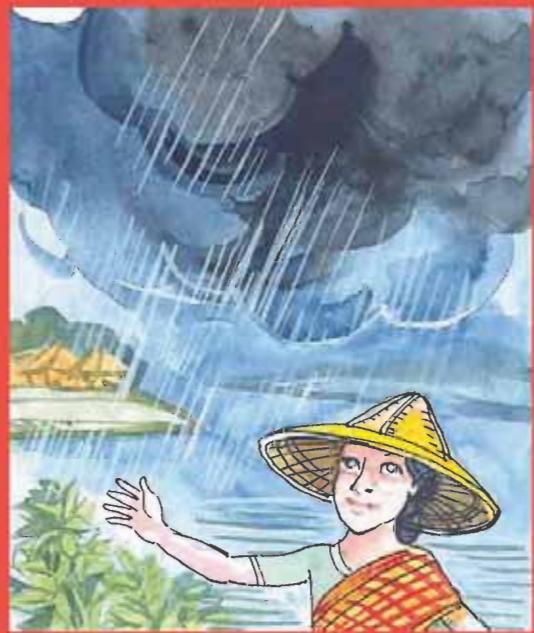
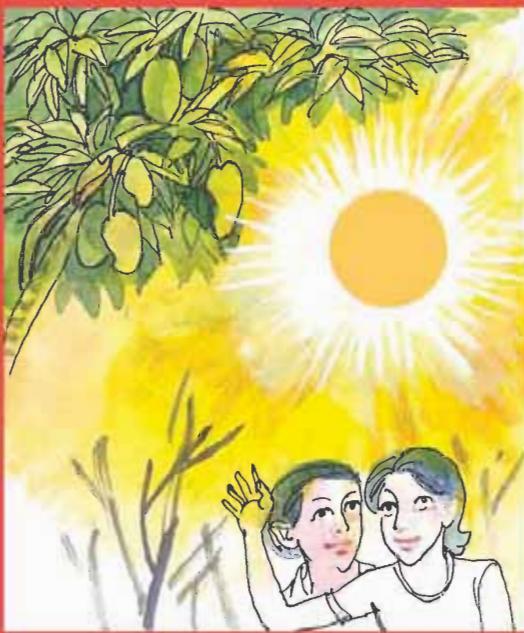


আমার বাংলা বই

দ্বিতীয় শ্রেণি



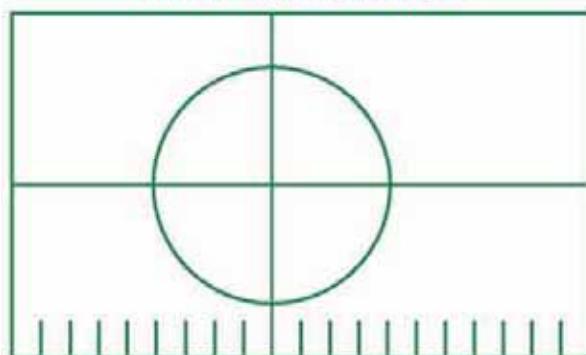
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় ঘন সবুজ রঙের ওপর উদীয়মান সূর্যের রঙের একটি লাল বৃন্ত থাকবে।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি



দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত $10 : 6$ । অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য 305 সেমি (10 ফুট) হয়, প্রস্থ 183 সেমি (6 ফুট) হবে। লাল বৃন্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের 20 ভাগের 9 ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি লেখা টানতে হবে। এই দুটি লেখার ছেদবিন্দুই হবে বৃন্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

305 সেমি \times 183 সেমি ($10' \times 6'$)

152 সেমি \times 91 সেমি ($5' \times 3'$)

76 সেমি \times 46 সেমি ($2\frac{1}{2}' \times 1\frac{1}{2}'$)

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে দ্রাঘে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অস্ত্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী মেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে দ্রাঘে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে দ্রাঘে পাগল করে,
ও মা, অস্ত্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী মেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলুপে নির্ধারিত

আমার বাংলা বই দ্বিতীয় শ্রেণি

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

শফিউল আলম

মাহবুব হক

সৈয়দ আজিজুল হক

নূরজাহান বেগম

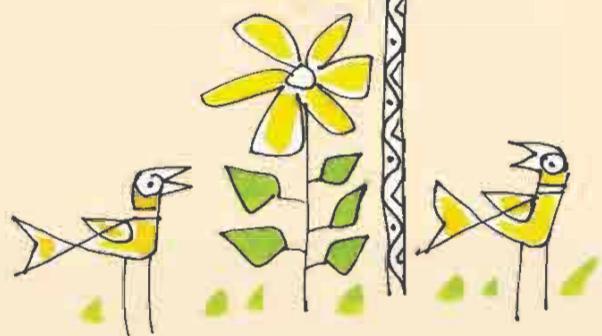
চিরাঞ্জিন

হাশেম খাল

মোঃ আব্দুল মোহেন মিস্ট্রি

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খাল



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্ববৃত্ত সংস্কৃতি]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণ : ————— ২০১২

সম্পাদক
উম্মম কুমার খর

গ্রাফিক
মোঃ আবুল হোসেন

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিষয়। তার সেই বিষয়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞান শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। ঠাঁদের সেই ভাবনানিচয়ের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিষয়বেধ, অসীম কৌতুহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সৃষ্টি বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনঃনির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রাণিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়তিত্তিক প্রাণিক যোগ্যতা, শ্রেণি ও বিষয়তিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পরিশেষে শিখনফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পটভূমিতে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ধাপ নতুনভাবে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে যত্নসহকারে অনুসরণ করা হয়েছে।

বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাষাও বাংলা। ফলে বাংলা শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বাংলা কেবল একটি বিষয় নয়, এটি সকল বিষয় শেখার মাধ্যম। এদিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিতিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা আনন্দময় পরিবেশে আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই **বিজ্ঞান প্রণিতি** বাংলা পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীকে শিখনে আগ্রহী করা ও নির্ধারিত শিখনফল অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকটি পরিকল্পিত হয়েছে। এতে জীবন ও পরিবেশতিত্তিক এবং যুগের চাহিদার অনুকূল সহজ পাঠ প্রণয়ন করে সংগতিপূর্ণ চিত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে। পাঠে শব্দ ও বাক্য সন্নিবেশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা যেমন বিবেচনা করা হয়েছে তেমনি বৈচিত্র্যময় করার দিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠকে যথাসম্ভব নির্ভার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সহজ ও সারলীল বাক্য। একই সঙ্গে বিচিত্র বিষয় পাঠের মাধ্যমে নিয়-নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিক্ষার্থী যেন তার শব্দভান্ডার ও ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে সেদিকটিও যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছে। এ শ্রেণির শিশুদের জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা/শিখনফলতিত্তিক পাঠ ধারাবাহিক অনুশীলন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে পাঠের শেষে অনুশীলনমূলক কাজের নমুনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর ভিত্তিতে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। লক্ষণীয় যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতুহলী ও মনোযোগী করার জন্য সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয় ও টেকসই করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের চিত্র/ছবি ব্যবহার করে অতি অর্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো। বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বতন্ত্র প্রয়াস ও সর্তর্কতা থাকা সম্ভেদ পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচুতি থেকে যেতে পারে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংজ্ঞাত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন ঠাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ছবির গল্প : সুন্দরবন	২
২	আমাদের দেশ	৭
৩	শীতের সকাল	১০
৪	আমি হব	১৪
৫	জলপরি ও কাঠুরে	১৭
৬	নানা রঙের ফুলফল	২১
৭	আমাদের ছোট নদী	২৬
৮	দাদি বাড়ির মজার পিঠা	৩০
৯	ট্রেন	৩৫
১০	দুখুর ছেলেবেলা	৩৯
১১	কাজের আনন্দ	৪৩
১২	খামার বাড়ির পশুপাখি	৪৮
১৩	ছয় ঝুঁতুর দেশ	৫২
১৪	প্রার্থনা	৫৯
১৫	মুক্তিযুদ্ধের একটি সোনালি পাতা	৬২
১৬	গুনি আর গুনি	৬৭

আমার বাংলা বই

আমার পরিচয় ও ঠিকানা

মুখে মুখে বলি ও লিখি

আমার নাম :

আমার মায়ের নাম :

আমার বাবার নাম :

আমার বিদ্যালয়ের নাম :

আমার বিদ্যালয়ের ঠিকানা:

আমি যে শ্রেণিতে পড়ি :

আমার গ্রামের/শহরের নাম :

আমার দেশের নাম :

আমার বাংলা বই

ছবির গল্প সুন্দরবন

ছবি দেখি ও মুখে মুখে বলি

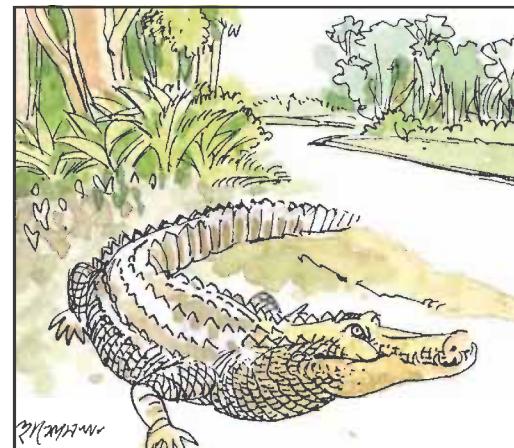


আমাদের দেশে আছে এক বন। অনেক জায়গা জুড়ে এ বন।

সে বনের নাম সুন্দরবন। সুন্দরবনে আছে নানা রকম পশু আর পাখি।



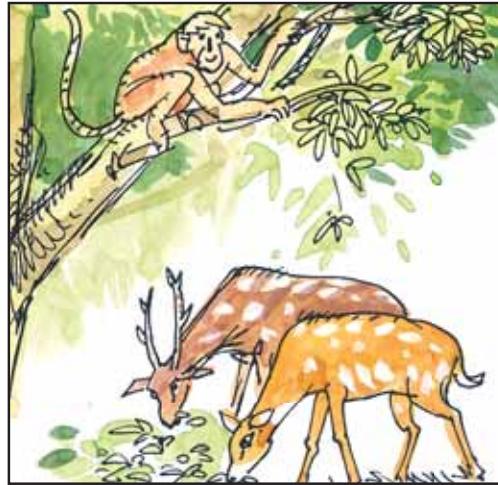
বনে আছে হরিণ আর বাঘ।



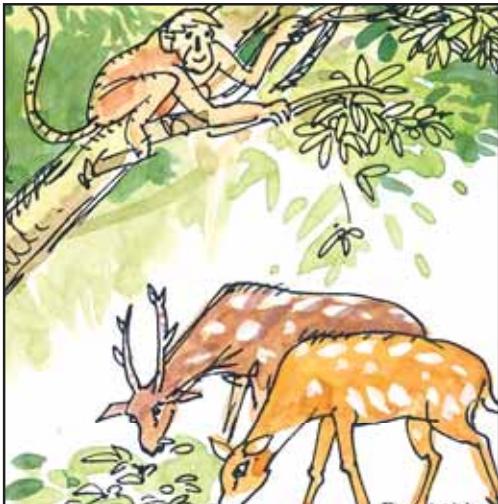
বনের পাশে নদীতে আছে কুমির। আছে নানা রকম মাছ। বনে আছে নানা রকম গাছপালা।



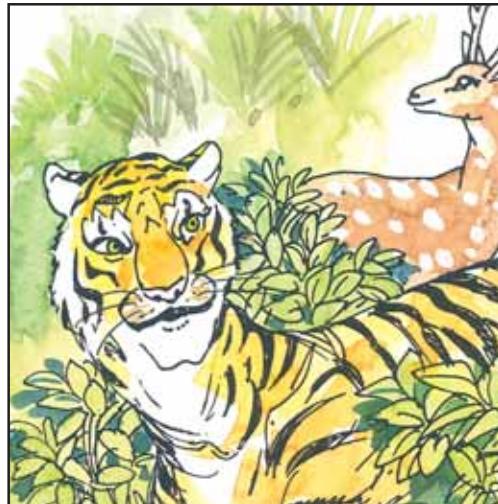
সুন্দরবনে পাওয়া যায় মধুর চাক। চাক থেকে পাওয়া যায় মধু। যারা মধুর চাক কাটে তাদের বলে মৌয়াল।



এ বনে বানরের সাথে হরিণের খুব ভাব।
বানর গাছের ডাল নেড়ে হরিণকে কচি
পাতা খেতে দেয়।

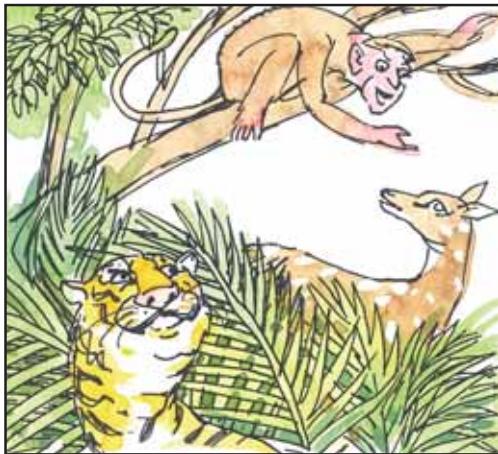


হরিণ সুন্দরবনে ছোটাছুটি করে। মনের
সুখে ঘাস খায়। লতাপাতা খায়।



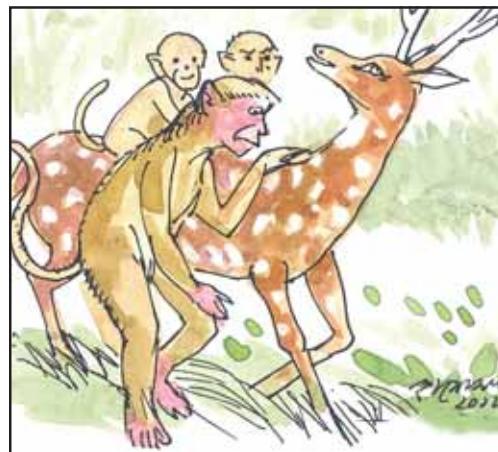
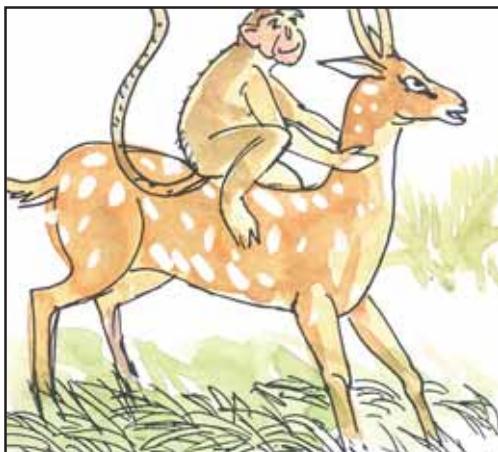
এ সময় আড়ালে ওত পেতে থাকে বাঘ।
সুযোগ মতো হামলা চালাবে। হরিণকে
ধরবে।

আমার বাংলা বই



এক দিনের কথা। বাঘ ওত পেতে ছিল।
হরিণকে ধরবে বলে। গাছের ডাল থেকে
বানর তা দেখতে পেল। শুরু করল
চেঁচামেচি।

হরিণ টের পেল। দিল দৌড়। বাঘ আর
তাকে ধরতে পারল না।



হরিণ বানরের এ উপকার কোনো দিন
ভোগেনি। এখনও বানরের সাথে
হরিণের খুবই বন্ধুত্ব।

তারা একজনের বিপদে আরেকজন
সাহায্য করে।

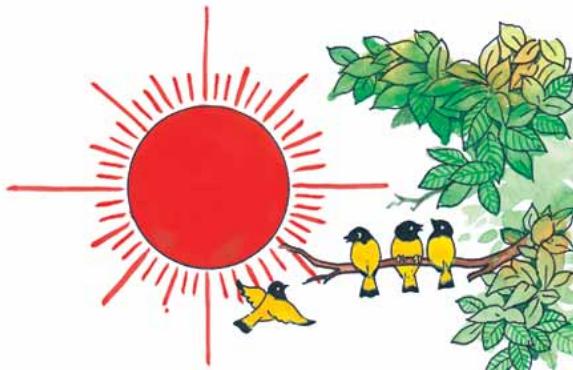
পাঠ শিখি

১. ছবি দেখি ও ছবি নিয়ে একটি করে বাক্য বলি।

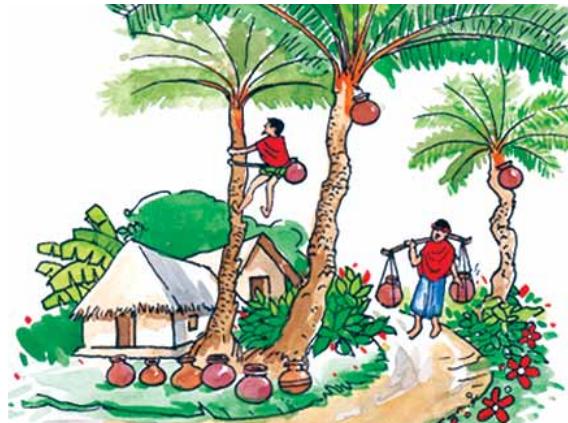


আমার বাংলা বই

২. ছবি দেখছে আবু, রানু, নুরু, নীলা, মিনু, রবি। ছবি নিয়ে তারা কথা বলছে। ছবি দেখে
কে কী বলছে পড়ি। ওরা আর কী কী বলতে পারে ভেবে বলি।



আবু : সকাল হয়ে গেছে।
নীলা : দেখো, সূর্যটা কী লাল।
নুরু : ?
রানু : ?



মিনু : কত রসের হাঁড়ি দেখো।
রবি : গাছি ভাই হাঁড়িও নামাচ্ছে।
রানু : ?
আবু : ?



রানু : আরে দেখো কত বড় পাত্রে
রস জ্বাল দিচ্ছে।
নুরু : এত রস দিয়ে কী হবে ?
রবি : ?
নীলা : ?



আবু : চিতই পিঠা বানাচ্ছেন মা।
নীলা : চিতই পিঠা রসে ভেজালে
খুব মজা হয় খেতে।
মিনু : ?
নুরু : ?



আমার বাংলা বই

আমাদের দেশ

আ. ন. ম. বজ্রুর রশীদ

আমাদের দেশ তারে কত ভালোবাসি
সবুজ ঘাসের বুকে শেফালির হাসি,
মাঠে মাঠে চরে গরু নদী বয়ে যায়
জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায়।
রাখাল বাজায় বাঁশি কেটে যায় বেলা
চাষা ভাই করে চাষ কাজে নেই হেলা।
সোনার ফসল ফলে খেত ভরা ধান
সকলের মুখে হাসি, গান আর গান।



পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

শেফালি	-	শিউলি ফুল।	শেফালি ফুলে সুবাস আছে।
বেলা	-	সময়।	সারা বেলা খেলা করো না।
হেলা	-	অবহেলা।	কোনো কাজকে হেলা করব না।

২. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

- (ক) গরু কোথায় চরে ?
- (খ) রাখাল কী করেন ?
- (গ) চাষি ভাই কী করেন ?
- (ঘ) জেলে ভাই কী করেন ?
- (ঙ) সকলের মুখে হাসি কেন ?

৩. কে কী কাজ করেন জেনে নিই।

রাখাল	-	গরু চরান, বাঁশি বাজান।	
জেলে	-	মাছ ধরেন।	
চাষি	-	জমিতে চাষ করেন।	
মাঝি	-	নৌকা চালান।	
তাঁতি	-	তাঁতে শাড়ি ও কাপড় তৈরি করেন।	
রিকশাওয়ালা	-	রিকশা চালান।	

৪. দুটি সারিতে শব্দ রয়েছে। বাম দিকের শব্দের সঙ্গে ডান দিকের শব্দ মিলিয়ে বাক্য তৈরি করি ও লিখি।

গরু	বয়ে যায়
আমরা	ধান
চাষি ভাই	দেশকে ভালোবাসি
সকলের মুখে	মাঠে চরে
নদী	বাঁশি বাজান
খেত ভরা	চাষ করেন
রাখাল	হাসি আর গান
	মেঘের ছায়ায়

(ক) গরু মাঠে চরে।

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

(চ)

(ছ)

৫. কবিতাটি মুখস্থ বলি ও লিখি।

শীতের সকাল

উঠানে চেয়ারে বসে আছেন আজিমউদ্দিন। রোদ পোহাছেন। হাতে খবরের কাগজ।
পাশে টেবিল পাতা। সেখানে বই রেখে পড়ছে নাতনি শরিফা।

শরিফা : নানাজান, একটা কথা বলব ?

আজিম : বলো বুবুজান।

শরিফা : রোদ মিষ্টি হয় কী করে ?

আজিম : এটা তুমি পেলে কোথায় বুবু ?

শরিফা : আপনার খবরের কাগজে। এই যে দেখুন না
পেছনের পাতায়। বড় বড় করে লেখা।

আজিম : ও এই কথা। এই যে তুমি রোদে বসে পড়ছ।
তোমার ভালো লাগছে ?

শরিফা : হ্যাঁ, লাগছে।

আজিম : এখন যদি ঘরে বসে পড়তে তাহলে কেমন লাগত ?

শরিফা : ওহ, ঘরে এখন ভারি ঠাণ্ডা। শীত করত খুব।



আমার বাংলা বই

আজিম : তা হলেই বোঝ। শীতের সকালে রোদে তোমার আরাম লাগছে।

ভালো লাগছে তো? এই ভালো লাগাটাই মিঠা। মানে মিষ্টি।

শরিফা : তাই তো। খুব সুন্দর কথা তো নানাজান।

এমন সময় রান্নাঘর থেকে মায়ের ডাক এলো।

মা : শরিফা, এখানে এসো। নানাজানের নাশতা নিয়ে যাও।

শরিফা : এখনি আসছি মা।

শরিফা নাশতা নিয়ে এলো। আজিমটিদিনের সামনে থালা, পানির গ্লাস সাজিয়ে দিল।

বাটিতে হাত ধোয়াতে নানাজানের হাতে পানি ঢেলে দিল। গামছা এগিয়ে দিল।

আজিম : গরম গরম বুটির মজাই আলাদা। আরেকটা কাজ করে দাও তো বুবু।

শরিফা : বলুন, নানাজান।

আজিম : আমার ওষুধের কৌটোটা এনে দাও তো ভাই।

শরিফা : এখনি আনছি।

শরিফা ছুটে গিয়ে ঘর থেকে নানার ওষুধের কৌটো আনল।

জগ এনে গ্লাসে পানি ঢেলে দিল। ওষুধের মোড়ক

চিপে বড়ি বের করল। নানার হাতে দিল।

আজিম : বেঁচে থাকো বুবু। বড় মানুষ হও।

শরিফা নানার গলা জড়িয়ে ধরে বলল,

আপনি খুব ভালো নানাজান।



পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

মিষ্টি	- মিঠা।	শীতকালে রোদ মিষ্টি লাগে।
পোহানো	- উপভোগ করা।	শীতে নানা রোদ পোহান ।
মোড়ক	- আবরক।	আবু চকলেটের মোড়ক খুলে ফেলল।
নাশতা	- সকালের খাবার, হালকা খাবার।	অতিথি এলে নাশতা দেব।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

উদ্দিন	-	দ্দ = দ + দ	খদ্দর, রোদ্দুর
পোহাচ্ছেন	-	ছ্ছ = ছ + ছ	গুছ, তুছ
মিষ্টি	-	ষ্ট = ষ + ট	কষ্ট, নষ্ট
ঠাণ্ডা	-	ণ্ড = ণ + ড	কাণ্ড, মণ্ড
সুন্দর	-	ন্দ = ন + দ	আনন্দ, পছন্দ
রান্নাঘর	-	ন্ন = ন + ন	পান্না, কান্না

৩. সুমনাদের ক্লাসে দীপক নামে একটি ছেলে ভর্তি হয়েছে। টিফিনের সময় সুমনা তার সঙ্গে পরিচয় করতে গেল। ওরা দুজন কী কী কথা বলতে পারে তা ভেবে দেখি ও লিখি।

সুমনা :	আমার নাম সুমনা হক। তোমার নাম কী ভাই ?
দীপক :	আমার নাম দীপক রহমান।
সুমনা :	
দীপক :	
সুমনা :	
দীপক :	
সুমনা :	

৪. বাড়িতে ফুফু এসেছেন। এখন কোন কাজ কখন করব তা সাজিয়ে বলি ও লিখি।

নাশতা খেতে অনুরোধ করব।
ফুফুকে বসতে বলব।
সালাম জানাব।
তার সামনে নাশতা সাজিয়ে দেব।
ফুফুকে ঘরের ভিতরে আসতে অনুরোধ করব।

১। সালাম জানাব।

২।

৩।

৪।

৫।

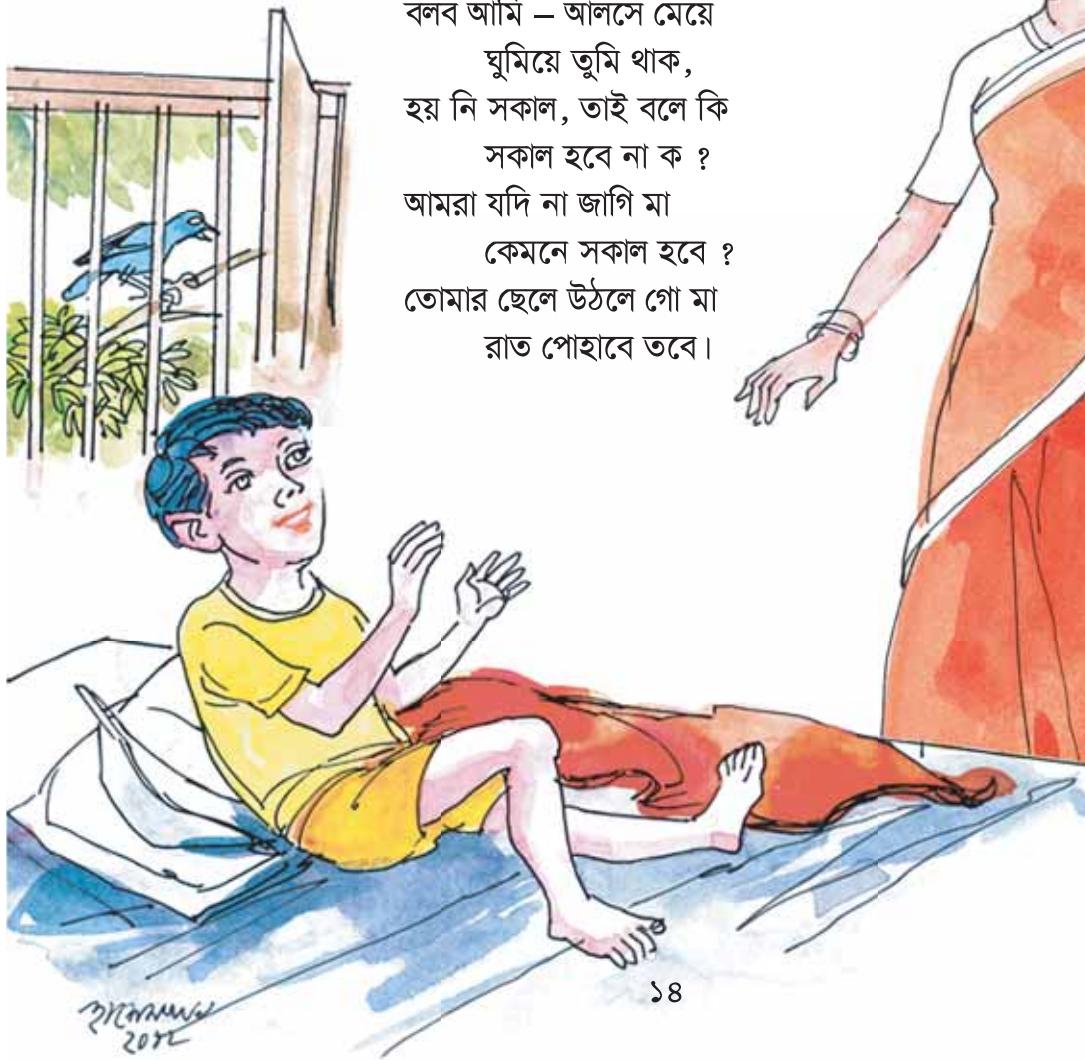
৫. প্রশ্ন বোঝাতে বাক্যের শেষে প্রশ্নচিহ্ন (?) বসে। নিচের বাক্যগুলোর শেষে প্রশ্নচিহ্ন বসাই।

তোমার কেমন লাগছে
তোমার নাম কী
বইটি তুমি কোথায় পেলে

আমি হব

কাজী নজরুল ইসলাম

আমি হব সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসুমবাগে
উঠব আমি ডাকি !
সুয়ি মামা জাগার আগে
উঠব আমি জেগে,
হয় নি সকাল, ঘুমো এখন,
মা বলবেন রেগে।
বলব আমি – আলসে মেয়ে
ঘুমিয়ে তুমি থাক,
হয় নি সকাল, তাই বলে কি
সকাল হবে না ক ?
আমরা যদি না জাগি মা
কেমনে সকাল হবে ?
তোমার ছেলে উঠলে গো মা
রাত পোহাবে তবে।



পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

কুসুম	-	ফুল।	বনে কুসুম ফোটে।
বাগ	-	বাগান, বাগিচা।	গোলাপবাগে গোলাপ ফুটেছে।
সুয়	-	সূর্য, রবি।	সুয় পুব দিকে ওঠে।
সুয়মামা	-	সূর্যকে আদর করে মামা ডাকা হয়েছে। যেমন, চাঁদমামা।	সুয়মামা জাগার আগে আমি জেগে উঠব।
আলসে	-	অলস, কুঁড়ে।	আমার বোনটি আলসে নয়।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

সুয়ি - **য** = য + য-ফলা (ঃ) **শয্যা**

৩. বিপরীত শব্দ জেনে নিই।

সকাল	-	বিকেল
ঘুমিয়ে	-	জেগে
রাত	-	দিন
আগে	-	পরে

৪. নিচের উদাহরণ দেখি। উদাহরণের মতো করে শব্দ তৈরি করি।

জাগা	-	জেগে ওঠা
রাগা	-	রেগে ওঠা
ডাকা	-	
হাসা	-	
ভাসা	-	

আমার বাংলা বই

৫. শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসিয়ে কবিতার লাইনগুলো লিখি।

—————	মামা জাগার আগে	ঠাঁদ, সুষ্য
উঠব আমি —————		জেগে, রেগে
আমরা যদি না ————— মা		জাগি, ডাকি
কেমনে ————— হবে ?		সকাল, রাত

৬. নিচের শব্দগুলো দিয়ে ছোট ছোট বাক্য তৈরি করি।

পাখি	-	পাখি আকাশে ওড়ে।
সকাল	-	
মামা	-	
রাত	-	
মা	-	

৭. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

- (ক) কে সকাল বেলার পাখি হতে চায় ?
- (খ) মা রাগ করে কী বলবেন ?
- (গ) খোকা মাকে আলসে মেয়ে বলছে কেন ?
- (ঘ) আমি কখন ঘুম থেকে উঠি ?

৮. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৯. আমার জানা অন্য একটি কবিতা আবৃত্তি করি।

১০. কবিতাটি দেখে দেখে লিখি।

জলপরি ও কাঠুরে

এক বনে ছিল এক কাঠুরে। সে ছিল খুব গরিব। সে রোজ কাঠ কেটে বাজারে বেচত। তা দিয়ে সে চাল ডাল কিনত। কোনোভাবে খেয়ে পরে দুখে তার দিন কাটত।

একদিন সে কাঠ কাটতে গেল নদীর ধারে। সে গাছের একটা ডাল কাটছিল। হঠাৎ তার হাত ফসকে গেল। কুড়ালটি পড়ে গেল নদীর পানিতে। নদীতে অনেক স্বোত। তা ছাড়া ছিল কুমিরের ভয়। তাই সে নদীতে নেমে কুড়াল খুঁজতে পারল না। তার কুড়াল কেনার টাকাও ছিল না। তাই মনের দুঃখে সে কাঁদতে লাগল।

এভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ নদীর ভিতর থেকে উঠে এলো এক জলপরি। সে কাঠুরেকে বলল, তুমি কাঁদছ কেন?

কাঠুরে বলল, আমি কুড়াল দিয়ে কাঠ কাটি। সেই কুড়াল নদীতে পড়ে গেছে। তাই কাঁদছি। জলপরি বলল, তুমি কেঁদো না। তোমার কুড়াল আমি এনে দিচ্ছি।

এই বলে জলপরি নদীতে ডুব দিল। তারপর উঠে এলো। হাতে একটা সোনার কুড়াল।
বলল, এটা কি তোমার কুড়াল?

কাঠুরিয়া ভালো করে দেখে বলল, না। এটা আমার না।

জলপরি আবার পানিতে ডুব দিল। এবার নিয়ে এলো
রুপোর কুড়াল। বলল, এটা কি তোমার?

কাঠুরিয়া দেখে বলল, না। এটাও আমার কুড়াল না।



আমার বাংলা বই

জলপরি আবার ডুব দিল নদীতে। এবার একটা লোহার কুড়াল নিয়ে এলো। সেটা কাঠুরেকে
দেখাল সে। কাঠুরে নিজের কুড়াল চিনতে পারল। হেসে বলল, হঁ্যা এটাই আমার কুড়াল।

কাঠুরের সততা দেখে জলপরি খুশি হলো। সে তাকে লোহার কুড়ালটা দিল। আর উপহার
হিসেবে দিল সোনা ও রূপোর কুড়াল। তারপর সে পানিতে মিলিয়ে গেল।

সোনা ও রূপোর কুড়াল বেচে কাঠুরে অনেক টাকা পেল। তার দিন কাটতে লাগল সুখে।
এদিকে এই ঘটনা লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়ল। এক লোভী কাঠুরে একদিন এলো নদীর
ধারে। সে কাঠ কাটতে লাগল। ইচ্ছে করে কুড়াল ফেলে দিল নদীতে। তারপর মিছেমিছি
কাঁদতে লাগল। আগের মতো উঠে এলো জলপরি। সব শুনে জলপরি নিয়ে এলো সোনার
কুড়াল। বলল, এটা কি তোমার ? কাঠুরে বলল, হঁ্যা এটাই আমার কুড়াল।

তা শুনে জলপরি টুপ করে নদীতে ডুব দিল। লোভী কাঠুরে অনেকক্ষণ বসে রইল। তারপর
সন্ধ্যা হয়ে গেল। কিন্তু জলপরি আর এলো না।

লোভী কাঠুরে সোনার কুড়াল তো পেলই না তার নিজের কুড়ালটাও হারাল।



পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

কাঠুরে	- যে কাঠ কাটে।	কাঠুরে কাঠ কাটতে বনে গেল।
কুড়াল	- কাঠ কাটার হাতিয়ার।	কাঠুরে কুড়াল দিয়ে কাঠ কাটে।
স্রোত	- জলের ধারা।	নদীতে খুব স্রোত।
দুঃখ	- মনের কষ্ট।	লোকটা দুঃখ পেয়ে কাঁদতে লাগল।
কিছুক্ষণ	- অল্প সময়।	কিছুক্ষণ ধরে বৃষ্টি হচ্ছে।
সততা	- কাজে ও কথায় সৎ থাকা।	সে সততার জন্য পুরস্কার পেয়েছে।
গোভী	- অনেক গোভ যার।	গোভী কাঠুরে নিজের কুড়াল ফিরে পেল না।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি।

স্রোত	- স্র = স + র -ফলা	অজ স্র , সহ স্র
কিছুক্ষণ	- ক্ষ = ক + ষ	ক ক্ষ , শিক্ষা
সন্ধ্যা	- ন্ধ = ন + ধ	গন্ধ, বন্ধ

৩. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

- (ক) কাঠুরে কোথায় কাঠ কাটতে গিয়েছিল ?
- (খ) কাঠুরে কাঁদতে লাগল কেন ?
- (গ) জলপরি কোথা থেকে উঠে এলো ?
- (ঘ) জলপরি প্রথমে কোন কুড়াল আনল ?

আমার বাংলা বই

- (গ) কোনটি কাঠুরের কুড়াল ছিল ?
- (চ) জলপরি কাঠুরেকে কোন কোন কুড়াল উপহার দিল ?
- (ছ) লোভী কাঠুরে কোন কুড়ালকে নিজের কুড়াল বলল ?
- (জ) জলপরি আর ফিরে এলো না কেন ?

৪. নিচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

- গরিব - কাঠুরে ছিল খুব গরিব লোক।
- নদী - নদীর ধারে এক বন ছিল।
- কুড়াল - কাঠুরের একটি কুড়াল ছিল।
- কিছুক্ষণ - সে কিছুক্ষণ গাছের ছায়ায় বসল।

৫. বিপরীত শব্দ শিখি।

কেনা	-	বেচা
দুঃখ	-	সুখ
কিছুক্ষণ	-	অনেকক্ষণ
কাঁদা	-	হাসা
ঝা	-	না

৬. আমার জানা একটি গল্প বলি।

নানা রঞ্জের ফুলফল

শত ফুলের দেশ আমাদের। লাল রং নিয়ে ফোটে জবা, কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, পলাশ। এগুলো দেখতে খুবই সুন্দর কিন্তু সুবাস নেই। নানা রঞ্জের প্রচুর গোলাপ ফোটে। লাল, সাদা, গোলাপি। গোলাপের সুগন্ধ চমৎকার। বেলি, রজনীগন্ধাও ফোটে অনেক। আরও ফোটে কামিনী, গন্ধরাজ, হাসনাহেনা, দোলনঁাপা ও শিউলি। এগুলোর মিষ্টি গন্ধ মন ভরিয়ে দেয়। এসব ফুলের রং সাদা। সূর্যমুখী ও গাঁদাফুলের রং হলুদ। এগুলোর সুবাস নেই। কদম্বফুল দেখতে খুবই সুন্দর। সবুজ পাতার ভিতর ছোট ছোট নরম বলের মতো। দোলনঁাপার চারটি সাদা পাপড়ি – ঠিক যেন একটি প্রজাপতি। এ ফুল দেখতে যেমন সুন্দর, সুবাসও তেমন ভালো। কাশফুল ও টগরও সাদা। কলাবতী ফুল নানা রঞ্জের হয়। কাশ, টগর, কলাবতী ফুলের সুবাস নেই। তবে এগুলো দেখতে খুব সুন্দর। বিলে ঝিলে ফোটে শত শত শাপলা। বেশির ভাগ ফুল হয় সাদা। আরও আছে লাল ও অন্য রঞ্জের।



ଆମାର କଳେ କିମ୍ବା

ଆମେଖେ କଳେ କିମ୍ବା ରକ୍ତମେର ଫଳ । ସେଣି ହର କଳା, କିଟାଳ ପାଇଁ ଆନାରସ । ଆମ, ଜାମ, ପେରାରା,
ଶୈଶ୍ଵେ, ଶିର୍ଷ, ଡରମୁଦ୍ର, ସାଙ୍ଗିତ ଥିଲୁର ଫଳ । ଏଗୁଳୋ ଗର୍ବ କାଳେର ଫଳ । ଆମର ହର ଭାବ, ଭାଣିଯ,
ବାଜାବି ଲେବୁ, ଆମମୁଲ, ଫାଲ, କମଳ ।

କିଟା ଆମ, ଶୈଶ୍ଵେ, ପେରାରା, ସାଙ୍ଗିତ ମୁଦୁର ରଙ୍ଗ । ପାକର ପାତ୍ର ଏପ୍ରିଲେର ରହ ହଜୁଳ ବା ସେନାଳି ।
ପାକା ବାଜାବି ଲେବୁର ତେଜରଟା ହାତକା ପୋଲାଳି ରଙ୍ଗେ । ପାକା ଭାଲିମେର ତେଜରଟା ଟୁକ୍ଟିକେ ଲାଲ ।
ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନେକ ଲାମାର ସାଜାନେ । ଡରମୁଦ୍ରର ତେଜରଟାଓ ଖୂବ ଲାଲ । ଆମମୁଲେର ରହ ଲାଦା ।
କମଳାଲେବୁର ଖୋଲାର ମଧ୍ୟ ତେଜରଟାଓ କମଳା ରଙ୍ଗେ । ଆଟ ନରଟା କୋର ଫୁଲେର ଯତ୍ତା ସାଜାନେ ।
ଆମାଦେଇ କମଳୁଳୋ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର । ଖେତେତେ ସାଜାର ।



পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

কোষ	- কোয়া, কাঁঠাল বা কমলালেবুর আলগা অংশ।	পাকা কাঁঠালের রসভরা কোষ কী যে মজা।
দানা	- বিচি, বীজ।	ডালিমের দানাগুলো টুকটুকে লাল।
খোসা	- ছাল, চামড়া, ফল বা সবজির আবরণ।	খোসা ছাড়িয়ে কলা খাও।
লম্বাটে	- লম্বামতো।	শসা লাউ লম্বাটে সবজি।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই ও যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ শিখি।

কৃষ্ণচূড়া	- কৃ = ক + ঝ-কার (ঁ)	কৃষক, কৃপা
	- ঝঁ = ষ + ণ	উঝঁ, তঝঁ
কিঞ্চু	- ঙ্ক = ন + ত	অঙ্ক, শাঙ্ক
বাঙ্গি	- ঙ্গ = ঙ + গ	সঙ্গী, বঙ্গ

আমার বাংলা বই

৩. ডালায় ফুল ও ফলের নাম দেওয়া আছে। নিচে ফুল ও ফলের সারিতে সেগুলো
আলাদা করে লিখি।

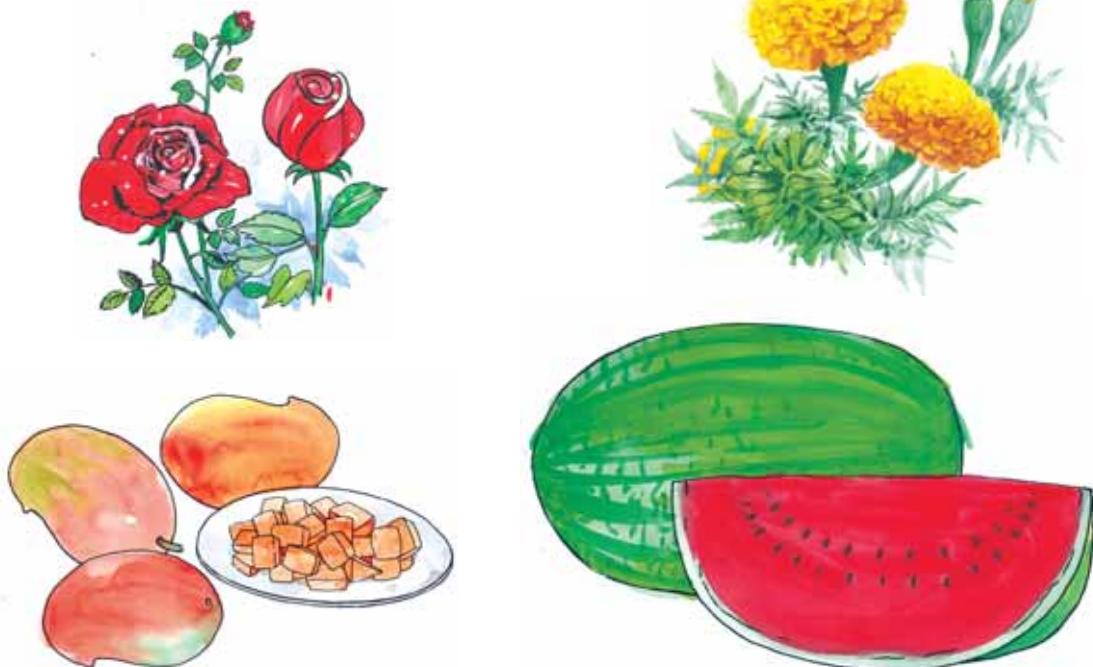


ফুল	ফল
পেঁপে	বেলি
গোলাপ	জামরুল
শিউলি	টগর
আম	কলা
কমলা	গাঁদা
কলাবতী	ডালিম
	লিচু

৪. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি ।

- (ক) কী কী ফুল লাল রঞ্জের হয় ?
- (খ) কী কী ফুল সাদা রঞ্জের হয় ?
- (গ) সুগন্ধী ফুল কী কী ?
- (ঘ) কোন কোন ফুলে গন্ধ নেই ?
- (চ) কাঁচা থাকতে কোন কোন ফল সবুজ হয় ?
- (ছ) কোন কোন ফলের ভেতরটা লাল রঞ্জের ?

৫. নিচে দুটি ফুল ও দুটি ফলের ছবি আছে। যেকোনো একটি বিষয়ে তিনটি বাক্য লিখি। বাক্যগুলো সবাইকে পড়ে শোনাই ।



৬. আমার সবচেয়ে ভালো লাগে———— ফুল। এই ভালো লাগার কথা সবাইকে বলি ও লিখি ।

আমাদের ছোট নদী

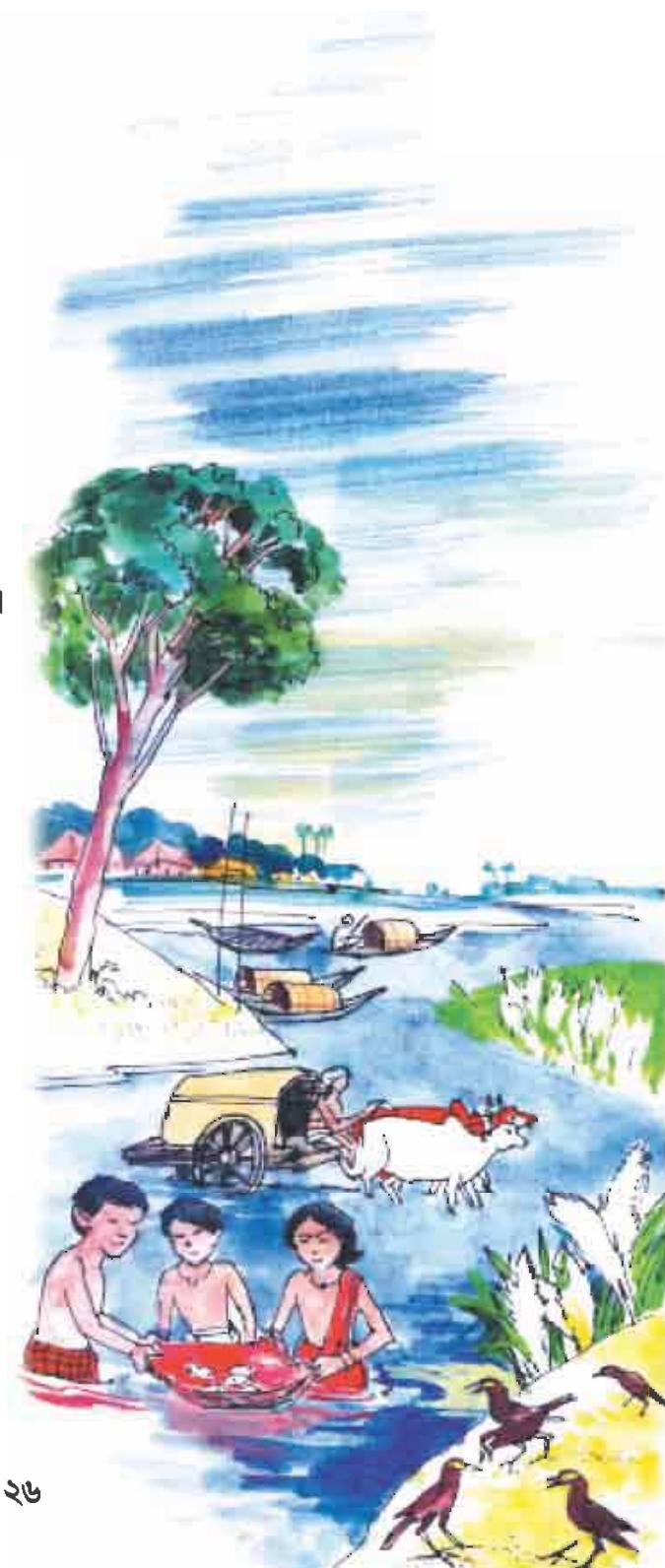
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার ইঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উচু তার, ঢালু তার পাড়ি।

চিকচিক করে বালি, কোথা নাই কাদা,
এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।
কিচিমিচি করে সেথা শালিকের বাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের ইঁক।

তীরে তীরে ছেলেমেয়ে নাহিবার কালে
গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে।
সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে
আঁচলে ইঁকিয়া তারা ছোট মাছ ধরে।

আষাঢ়ে বাদল নামে, নদী ভরো ভরো,
মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর।
দুই কূলে বনে বনে পড়ে যায় সাড়া,
বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া।



পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

বাঁকে বাঁকে	- নদী বা রাস্তা যেখানে বেঁকে যায়।	রাস্তার বাঁকে বাঁকে সংকেত চিহ্ন থাকে।
হাঁটুজল	- হাঁটু সমান পানি।	ছেলেমেয়েরা হাঁটুজলে মাছ ধরছে।
ধর	- নদীর তীর।	নদীর ধারে সাদা কাশবন দেখা যায়।
চালু	- নিচু।	জমিটা চালু।
পাড়ি	- পাড়।	এ নদীর পাড়ি বেশ উঁচু।
চিকচিক	- উজ্জ্বল।	রোদে বালি চিকচিক করে।
ঝাঁক	- পাখি বা মাছের দল।	এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল।
হাঁক	- চিন্কার করে ডাকা।	রাতে দারোয়ান হাঁক দিল, চোর চোর।
নাওয়া	- গোসল করা।	আমার এখনো নাওয়া-খাওয়া হয় নি।
বাদল	- বৃষ্টি।	বাদল দিনে বৃষ্টি ঝরে।
ধরা	- স্নোত।	বৃষ্টির ধরা বইছে।
খরতর	- প্রবল।	এ নদীর স্নোত বেশ খরতর।
ভরো ভরো	- প্রায় ভরে গেছে এমন।	বর্ষার পানিতে খালটি এখন ভরো ভরো।
কূল	- নদীর তীর।	নদীর কূলে নৌকা বাঁধা রয়েছে।
সাড়া	- শোরগোল বা আলোড়ন।	পুরস্কার বিতরণ হবে বলে স্কুলে সাড়া পড়ে গেল।
উৎসব	- আনন্দের অনুষ্ঠান।	নববর্ষে সারা দেশ উৎসবে মেতে ওঠে।

আমাৰ বাংলা বই

২. মুখে মুখে উভৱ বলি ও লিখি ।

- (ক) বাঁকে বাঁকে কী বয়ে চলে ?
(খ) বৈশাখ মাসে ছোট নদীৰ পানি কতটুকু থাকে ?
(গ) নদীৰ দুই ধার দেখতে কেমন ?
(ঘ) রাতে কী শোনা যায় ?
(ঙ) নদীতে কীভাৱে হেলেমেয়েৱা মাছ ধরে ?
(চ) কখন নদী পানিতে ভৱে যায় ?

৩. ঠিক শব্দ বসিয়ে খালি জায়গা পূৰণ কৰি ।

(ক) শালিকেৱ ঝাঁক _____	কৰে ।	চিকচিক
(খ) বনে বনে পড়ে যায় _____ ।		উঃসবে
(গ) পার হয়ে যায় _____ ।		গুৱু
(ঘ) কাশবন ফুলে ফুলে _____ ।		কিচিমিচি
(ঙ) বালি _____ কৰে ।		সাড়া
		সাদা
		ঝিকঝিক

৪. পৱেৱ লাইনটি বলি ।

পার হয়ে যায় গুৱু, পার হয় গাড়ি,

দুই কূলে বনে বনে পড়ে যায় সাড়া,

৫. রেখা টেনে মিল করি।

এঁকে বেঁকে চলে	কাশবন
বৈশাখ মাসে নদীতে থাকে	ছেলেমেয়ে
নদীর ধারে চিকচিক করে	নদী
ফুলে ফুলে সাদা দেখা যায়	বালি
বিচির মিচির করে ডাকে	শালিক
নদীর পাড়ে গায়ে পানি ঢালে	হাঁটুজল

৬. জোড়া শব্দগুলো জেনে নিই।

বাঁকে বাঁকে, ফুলে ফুলে, থেকে থেকে, তীরে তীরে, ভরো ভরো, বনে বনে।
 এরকম আরও কয়েকটি শব্দ বানাই
 যেমন—মনে মনে, ঘরে ঘরে

৭. নদী সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

৮. কবিতাটি আবৃত্তি করি ও লিখি।

দাদি বাড়ির মজার পিঠা

ছয় খ্তুর দেশ বাংলাদেশ। এই ছয় খ্তুতে আমাদের দেশে নানা অনুষ্ঠান হয়।
একেক খ্তুতে একেক রকম পরিবেশ থাকে। কখনো ফসল বোনার সময়।
কখনো ফসল কাটার সময়। কখনো গরম। কখনো বর্ষা। কখনো শীত।

শীতকালে শুর হয় পিঠাপুলি খাওয়ার ধূম। এ সময় ঘরে ঘরে নতুন ধান
ওঠে। গ্রামে শুর হয় টেকিতে ধান ভান। তারপর চাল গুঁড়ে করা হয়।
তা দিয়ে তৈরি করা হয় নানা ধরনের পিঠা। এ সময় খেজুরের রস
পাওয়া যায়। এই রসে ভেজানো হয় পিঠা। এসব পিঠার সুন্দর
সুন্দর নাম আছে। যেমন : খেজুর পিঠা। চুষি পিঠা। বিবিখানা
পিঠা। চিতই পিঠা। ছিট পিঠা। সেমাই পিঠা। ভাপা পিঠা। দুধ
চিতই পিঠা। পাটিসাপটা। পুলি। নারকেল পিঠা। এমনি নানা
নামের পিঠা। শীতের সকালে ও রাতে গরম গরম পিঠা খাওয়ার
মজাই আলাদা।



শীতের ছুটিতে তুলি আর তপু যায় গ্রামের বাড়ি। তারা ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। বাইরে গিয়ে দেখে দাদি উঠানে পিঠা তৈরি করছেন। ওরা দাদির পাশে গিয়ে বসে।

তুলি : দাদিমা, এটা কী পিঠা ?

দাদি : এটাকে বলে ভাপা পিঠা ।

তপু : ভাপা পিঠা বানাতে কী কী লাগে দাদিমা ?

দাদি : লাগে চালের গুঁড়ো, খেজুরের গুড় আর কোরা নারকেল ।

দাদি পিঠা বানানোর ছাঁচ নিলেন। প্রথমে তাতে নিলেন চালের গুঁড়ো। তারপর গুঁড়োর ওপর ছড়িয়ে দিলেন গুড়, কোরা নারকেল। সেটি উনুনে পানির হাঁড়ির ওপর রাখলেন। ভাপে সিদ্ধ হলো পিঠা। তারপর দাদি তা গরম গরম থেতে দিলেন তুলি ও তপুকে। দুজনেই খেয়ে খুব খুশি। এর মধ্যে সেখানে এসে উপস্থিত হলো দুটি ছেলেমেয়ে। সঙ্গে আছেন তাদের মা। দাদি পরিচয় করিয়ে দিলেন। ছেলেমেয়ে দুটি তাদের ফুফাতো ভাইবোন। ভাইটির নাম অনু। বোনটির নাম পলা।

তুলি : অনু, তুমি কোন শ্রেণিতে পড়ো ?

অনু : দ্বিতীয় শ্রেণিতে ।

তপু : পলা, তুমি কোন শ্রেণিতে পড়ো ?

পলা : প্রথম শ্রেণিতে ।

তুলি : অনু, আমাদের দাদিমাকে তোমরা কী ডাকো ?

অনু : নানি ডাকি ।

তপু : দাদিমা, ওদের পিঠা থেতে দাও ।

সাত দিন বাড়িতে থাকল তারা। কত ধরনের পিঠাই যে খেল। পিঠা তৈরিতে কী কী জিনিস লাগে তাও জানল। কোনো পিঠা গরম গরম থেতে ভালো লাগে। কোনো পিঠা ঠাণ্ডা করে থেতেই বেশি মজাদার হয়।

বাংলাদেশ পিঠাপুলির দেশ। একেক অঞ্চল একেক রকম পিঠার জন্য বিখ্যাত ।

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নেই। বাক্যগুলো পড়ি।

অনুষ্ঠান	- আয়োজন, উৎসব।	আমরা গানের অনুষ্ঠানে যাই।
সুন্দর	- ভালো, উত্তম।	গোলাপ দেখতে সুন্দর ।
উনুন	- চুল।	উনুনে ভাত বসাও।
ভাপ	- গরম পানির ধোঁয়া।	ভাপ দিয়ে তৈরি হয় ভাপা পিঠা।
সিদ্ধ	- আগুনের তাপে রান্না করা।	আমরা সিদ্ধ ডিম খাই।
মজাদার	- সুস্বাদু, স্বাদের খাবার।	অতিথির জন্য মজাদার খাবার রান্না হচ্ছে।
অঞ্চল	- এলাকা, দেশের বিভিন্ন অংশ।	এ অঞ্চলে পাট ভালো জন্মে।
বিখ্যাত	- নামকরা।	টাঙ্গাইলের চমচম বিখ্যাত ।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই ও যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ শিখি।

অনুষ্ঠান	- ষ্ঠ = ষ + ঠ	কাষ্ঠ, পৃষ্ঠা
বর্ষা	- র্ষ = রেফ (‘) + ষ	বর্ষ, হর্ষ
রাত্রি	- র্ত্র = ত + র-ফলা (্ৰ)	পাত্র, ছাত্র
বাষ্প	- ষ্প = ষ + প	পুষ্প, নিষ্পাপ
সিদ্ধ	- দ্ধ = দ + ধ	বিদ্ধ, শুদ্ধ
উপস্থিত	- স্থ = স + থ	সুস্থ, আস্থা
অঞ্চল	- ঞ্চ = এঞ + চ	চঞ্চল, পঞ্চগুণ
বিখ্যাত	- খ্য = খ + য-ফলা (ঞ)	খ্যাপা, ব্যাখ্যা

৩. ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

- (ক) গরম গরম পিঠা খাওয়ার আলাদা।
 (খ) কোনো কোনো পিঠা খেতে ভালো লাগে।
 (গ) ভাপে সিদ্ধ পিঠাকে বলে পিঠা।

কুড়ানোর
মজা
ভাপা
ঠাণ্ডা করে

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি। নতুন নতুন বাক্য তৈরি করে খাতায় লিখি।

পিঠাপুলির, ষড়ঝতুর, ধানের, গানের

- (ক) বাংলাদেশ পিঠাপুলির দেশ।
 (খ) বাংলাদেশ _____ দেশ।
 (গ) বাংলাদেশ _____ দেশ।
 (ঘ) বাংলাদেশ _____ দেশ।

৫. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

- (ক) পাঁচটি পিঠার নাম বলি ও লিখি।
 (খ) পিঠাপুলি খাওয়ার ধূম পড়ে কখন ?
 (গ) চাল গুঁড়ো করা হয় কেন ?
 (ঘ) ভাপে সিদ্ধ পিঠাকে কী পিঠা বলে ?
 (ঙ) ভাপা পিঠা বানাতে কী কী লাগে ?

আমার বাংলা বই

৬. নিচের উদাহরণ দেখি।

এটা পিঠা। → এটা কী পিঠা ?

এভাবে **কী** ব্যবহার করে প্রশ্ন বাক্য লিখি।

(ক) দাদি পিঠা বানায়। → দাদি _____ বানায় ?

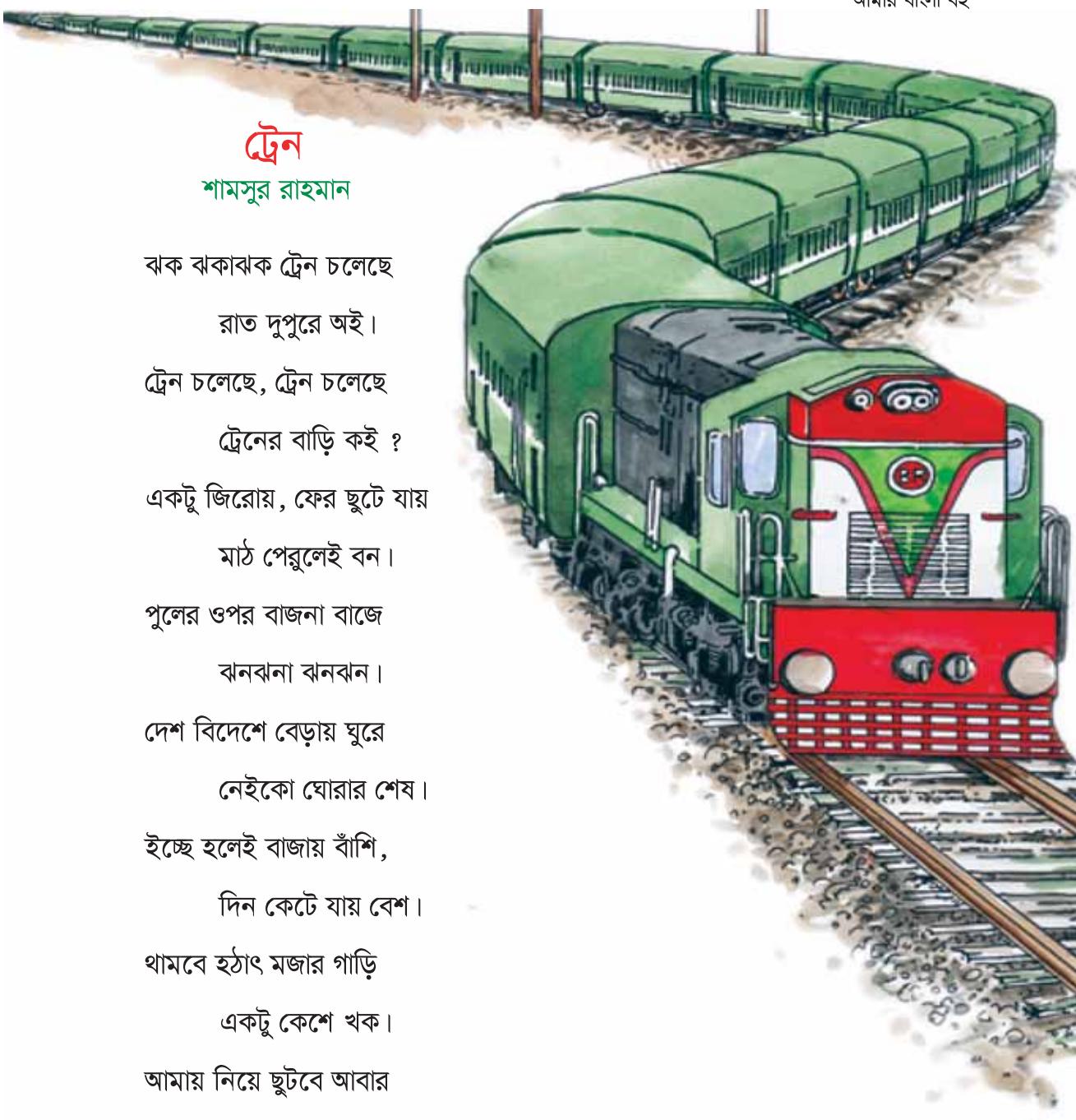
(খ) তুলি ছবি দেখে। → তুলি _____ দেখে ?

(গ) তপু খেলা করে। → তপু _____ করে ?

ট্রেন

শামসুর রাহমান

ঝক ঝকাঝক ট্রেন চলেছে
 রাত দুপুরে অই ।
 ট্রেন চলেছে, ট্রেন চলেছে
 ট্রেনের বাড়ি কই ?
 একটু জিরোয়, ফের ছুটে যায়
 মাঠ পেরুলেই বন ।
 পুলের ওপর বাজনা বাজে
 ঝানঝানা ঝানঝান ।
 দেশ বিদেশে বেড়ায় ঘুরে
 নেইকো ঘোরার শেষ ।
 ইচ্ছে হলেই বাজায় বাঁশি,
 দিন কেটে যায় বেশ ।
 থামবে হঠাত মজার গাড়ি
 একটু কেশে খক ।
 আমায় নিয়ে ছুটবে আবার
 ঝক ঝকাঝক ঝক ।



পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

ঝক ঝকাঝক	-	ঝকঝক শব্দ।	ঝক ঝকাঝক শব্দ করে ট্রেন চলে।
রাত দুপুরে	-	মাঝ রাতে।	রাত দুপুরে শেয়াল ডাকে।
জিরোয়	-	বিশ্রাম নেয়।	কাজ শেষে তারা জিরোয়।
ফের	-	আবার।	এখানে আমি ফের আসব।
পেরুলেই	-	পার হলেই।	মাঠ পেরুলেই নদী দেখা যায়।
বাজনা	-	বাদ্য বাজানোর শব্দ।	বিয়ে বাড়িতে বাজনা বাজে।
বেশ	-	ভালো।	আমি এখানে বেশ আছি।

২. যুক্তবর্ণ চিনে নিই ও যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ পড়ি।

ট্রেন - ট্ = ট + র-ফলা (্ৰ) ট্রাক, ট্রাম

৩. ডান দিকে থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

(ক) ট্রেন	<input type="text"/>	শব্দ করে চলে।	ঝকাঝক/ ঝিরঝির।
(খ) মাঠ	<input type="text"/>	পার হলেই	বন/ নদী।
(গ) পুলের ওপর	<input type="text"/>	বাজে।	বাজনা/ বাঁশি।
(ঘ) মজার গাড়ি	<input type="text"/>	কখন থামবে ?	অনেক পরে/ হঠাত করে।
(ঙ) ট্রেন	<input type="text"/>	সুরে বেড়ায়।	গ্রামে গ্রামে/ দেশ বিদেশে।

৪. পরের চরণটি মুখে বলি ও শিখি।

(ক) ট্রেন চলেছে, ট্রেন চলেছে

.....

(খ) পুলের ওপর বাজনা বাজে

.....

(গ) ইচ্ছে হলেই বাজায় বাঁশি,

.....

(ঘ) থামবে হঠাৎ মজার গাড়ি

.....

৫. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই।

রাত - দিন

দেশ - বিদেশ

ছেটা - থামা

৬. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

(ক) চলার সময় ট্রেন কেমন শব্দ করে ?

(খ) পুলের ওপর ট্রেন কেমন বাজনা বাজায় ?

(গ) ট্রেন কোথায় ঘুরে বেড়ায় ?

(ঘ) ইচ্ছে হলে ট্রেন কী করে ?

(ঙ) ট্রেন কেমন শব্দ করে থামে ?

আমার বাংলা বই

৭. নিচের শব্দগুলোর মতো শব্দ বানাই ও পড়ি।

ঝকঝক - চকচক

খকখক - থকথক

ঝনঝন - টনটন

কলকল - ছলছল

খসখস - ঘসঘস

৮. কবিতাটির প্রথম আট লাইন বলি ও লিখি।

দুখুর ছেলেবেলা

গ্রামের নাম চুরুলিয়া। পাড়ার ছেলেদের
সাথে খেলা করে এক কিশোর ছেলে।
তার নাম দুখু। মাথায় তার ঝাঁকড়া
চুল। চোখ দুটো বড় বড়। সব কিছুতেই
তার হৈ হৈ ভাব। সে ছেলেদের নিয়ে
পাড়া মাতিয়ে বেড়ায়। দলবল নিয়ে
বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। দুপুর বেলা
রোদে ঘাম ঝারে। সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে
পড়ে তালপুকুরে। টলটলে পানিতে ওরা
সাঁতার কাটে।



চুরুলিয়া সবুজ গ্রাম। সে গ্রাম গাছপালায় ঘেরা। আম, জাম, তাল, নারকেল, সুপারি,
পেয়ারা নানা রকম গাছ। কত রকম তাদের পাতা। আম, জাম আর পেয়ারা গাছের পাতা
থোকা থোকা। তালের পাতা পাখার মতো ছড়ানো। নারকেল ও সুপারি গাছের পাতা
লয়া, চিরল চিরল। সব গাছ ছাপিয়ে রয়েছে তাল, নারকেল, সুপারি গাছ। তারা যেন
পাহারাদার। সে সব গাছে কত না পাখি থাকে। সকালে পাখির ডাকে দুখুর ঘুম ভাঙে। দুখু
ভাবে, আমি যদি সকাল বেলার পাখি হতাম।

গরমের সময় নানা রকম ফল পাকে। আম গাছে ঝোলে থোকা থোকা পাকা আম। কাঠাল
গাছে কাঠাল। পেয়ারা গাছের সবুজ পাতার মধ্যে ডঁশা ডঁশা পেয়ারা। গাছের শাখায় শাখায়
তরতর করে ঘোরে কাঠবিড়ালি। মজা করে পেয়ারা খায় আর ছড়ায়। দুখুও পেয়ারা খেতে
খুব ভালোবাসে। সে ভাবে, যদি কাঠবিড়ালি হতাম।



দুখুদের বাড়ির পাশে রয়েছে একটা মসজিদ। মসজিদের সঙ্গে আছে মকতব। সেই মকতবে দুখু পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে লেখাপড়া করে। সে লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিল। মুখে মুখে ছড়া বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিত।

দুখুর গানের গলাও ছিল সুরেলা। মুখে মুখে গান বেঁধে গাইত। সকলে সে গান শুনে মুগ্ধ হতো।

কে এই দুখু? তিনি বাংলার নামকরা কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ছোটদের জন্য অনেক কবিতা লিখেছেন তিনি। কবিতা ও গানে তিনি লিখেছেন দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা। তিনি আমাদের জাতীয় কবি।

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

ঝাঁকড়া	-	ঘন গোছা।	নজরুলের মাথায় ছিল ঝাঁকড়া চুল।
বাদাড়	-	জঙ্গল।	বনে বাদাড়ে সাপ থাকে।
টলটলে	-	পরিষ্কার।	তালপুকুরের পানি টলটলে ।
মকতব	-	ছোটদের জন্যে আরবি-ফারসি শেখার বিদ্যালয়।	দুখুদের গ্রামে একটা মকতব ছিল।
চিরল	-	মাঝখানে চেরা।	নারকেলের পাতা চিরল চিরল।
ডঁশা	-	পাকা ও কঁচার মাঝামাঝি।	ডঁশা পেয়ারা খেতে খুব মজা।
পাহারাদার	-	পাহারা দেয় যে।	লিচুবাগানে পাহারাদার আছে।
সুরেলা	-	খুব মধুর সুর।	একটা সুরেলা আওয়াজ শুনলাম।
তরতর করে	-	তাড়াতাড়ি করে।	বর্ষায় নদী তরতর করে বয়ে যায়।
মুগ্ধ	-	বিভোর, অভিভূত।	দুখু মিয়ার গান শুনে সবাই মুগ্ধ হত।
জাতীয়	-	জাতির নিজস্ব।	শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই ও যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ পড়ি।

গ্রাম	-	গ	=	গ + র-ফলা (র)	অগ্র, গ্রহ
মুগ্ধ	-	গ্ধ	=	গ + ধ	দুগ্ধ, দগ্ধ

৩. মুখে মুখে উন্নত বলি ও লিখি।

- (ক) দুখুর আসল নাম কী ?
- (খ) সে দেখতে কেমন ছিল ?
- (গ) চুরুলিয়া গ্রামে কী কী গাছ আছে ?

আমার বাংলা বই

(ঘ) কোন কোন গাছে থোকা থোকা পাতা হয় ?

(ঙ) পাহারাদার গাছ কোনগুলো ?

(চ) সকালে কিসের ডাকে দুখুর ঘুম ভাঙ্গে ?

(ছ) ভর দুপুরে দুখুর দলবল নিয়ে কী করে ?

(জ) কাঠবিড়লিকে দেখে দুখুর কী ইচ্ছে হয় ?

(ঝ) আমাদের জাতীয় কবির নাম কী ?

৪. পড়ি ও লিখি। বাক্যের শেষে দাঢ়ি বসে। নিচের বাক্যগুলি লিখি ও শেষে দাঢ়ি বসাই।

ছেলের নাম দুখু মিয়া
তার মাথায় ঝাঁকড়া চুল
চোখ দুটো তার বড় বড়
সকালে পাখির ডাকে তার ঘুম ভাঙ্গে
গরমের সময় নানা রকম ফল পাকে

৫. জোড় শব্দগুলো দিয়ে নতুন বাক্য তৈরি করি।

উঁশা উঁশা -

শাখায় শাখায় -

থোকা থোকা -

তরতর -

৬. একই ধরনের জিনিস পর পর লিখতে কমা বসে। নিচের বাক্যগুলো দেখি।

বাগানে আছে আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি গাছ।

তাল, নারকেল, সুপারি ইত্যাদি গাছ বেশ লম্বা হয়।

৭. আমাদের জাতীয় কবি সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

কাজের আনন্দ

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

মৌমাছি, মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই।



ওই ফুল ফোটে বনে
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই।



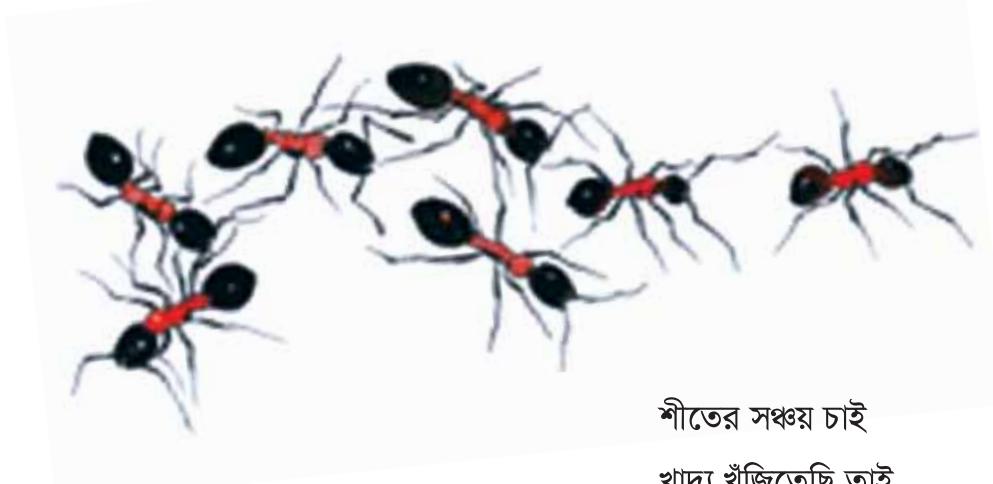
ছোট পাখি, ছোট পাখি
কিচিমিচি ডাকি ডাকি
কোথা যাও বলে যাও শুনি।



এখন না কব কথা
আনিয়াছি তৃণলতা
আপনার বাসা আগে বুনি।

আমার বাংলা বই

পিপীলিকা, পিপীলিকা
দলবল ছাড়ি একা
কোথা যাও, যাও তাই বলি।



শীতের সঞ্চয় চাই
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই
ছয় পায়ে পিলপিল চলি।

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

মৌমাছি	- মধু সংগ্রহকারী পতঙ্গ।	মৌমাছি উড়ে বেড়ায়।
আহরণ	- যোগাড়।	মৌমাছি ফুল থেকে মধু আহরণ করে।
কিচিমিচি	- পাখির ডাক।	চড়ুইগুলো কিচিমিচি করে ডাকছে।
তৃণলতা	- ঘাস ও লতা।	পাখি তৃণলতা দিয়ে বাসা বানায়।
বুনি	- বুনন করি।	আমরা কাপড় বুনি ।
পিপীলিকা	- পিংপড়ে।	পিপীলিকা সারি বেঁধে চলে।
দলবল	- দলের সবাই।	মেয়েরা দলবল নিয়ে হাজির হলো।
সঞ্চয়	- সংগ্রহ।	সঞ্চয় করা ভালো।
পিলপিল	- পিংপড়ের চলা।	পিংপড়া পিলপিল করে চলে।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে জেনে নিই ও যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ পড়ি।

তৃ	- ত = ত + ঝ-কার (ঁ)	তৃষ্ণা , তৃতীয়
খাদ্য	- দ্য = দ + য-ফলা (ঃ)	পদ্য , বিদ্যালয়

আমার বাংলা বই

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

- (ক) মৌমাছি কোথায় যায় ?
- (খ) মৌমাছি কী কাজ করে ?
- (গ) পাখি তৃণলতা আনে কেন ?
- (ঘ) পিপীলিকা কী সঞ্চয় করে ?

৪. ডান দিকের অংশের সঙ্গে বাম দিকের অংশ মেলাই।

দাঁড়াও না	আগে বুনি
যাই মধু	খুঁজিতেছি তাই
আপনার বাসা	সঞ্চয় চাই
খাদ্য	একবার ভাই
শীতের	আহরণে

৫. আগের লাইনটি বলি ও লিখি।

(ক) _____

দাঁড়াবার সময় তো নাই।

(খ) _____

আনিয়াছি তৃণলতা

৬. তিন জনে প্রশ্ন করি। অন্য তিন জনে উত্তর দিই। এভাবে ছয় জনে পুরো
কবিতাটি পড়ি।

(ক) প্রশ্ন : মৌমাছি, মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই।

উত্তর : ওই ফুল ফোটে বনে
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই।

(খ) প্রশ্ন :

উত্তর :

(গ) প্রশ্ন :

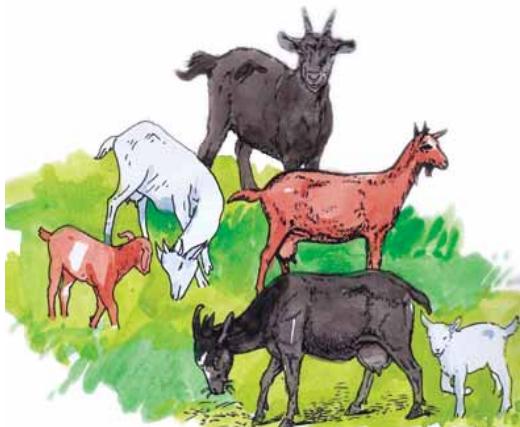
উত্তর :



খামার বাড়ির পশুপাখি

গ্রামের নাম সোনাইমুড়ি। গ্রামে নানা পেশার
মানুষের বাস। গ্রামের পাশেই তিতাস নদী।
সেই নদীর পাড়ে গনি মিয়ার গরুর খামার।
সেখানে তিনি গরু পালেন। খামারে আছে
অনেক গরু ও বাচুর। দিনের বেলা গরুগুলো
মাঠে চরে। ঘাস খায়। বাচুরগুলো এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে। মাঝে মাঝে গাভী হায়া
হায়া ডাকে। ডাক শুনে বাচুর ছুটে যায় মায়ের কাছে। খামারের গরুগুলো খইল আর
ভুসি খায়।

গনি মিয়া সখ করে কবুতর পোষেন। কবুতরগুলো
বাক বাকুম বাক বাকুম করে ডাকে। গনি মিয়ার
মেয়ে রিতা। রিতা দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। সে
কবুতরগুলোকে খুব ভালোবাসে। সেগুলোকে গম
ও মটর খেতে দেয়। কবুতরগুলো ইচ্ছে মতো
ওড়াউড়ি করে।



পাশেই পরান বাবুর ছাগলের খামার। খামারে আছে
অনেক ছাগল ও ছাগলছানা। সেগুলোর কোনোটা
সাদা, কোনোটা কালো, কোনোটা লালচে। ছাগলগুলো
মাঠে চরে। ঘাস খায়। লতাপাতা খায়। ছাগল ডাকে
বঁ্যা বঁ্যা। আশেপাশেই ছাগলছানাগুলো লাফালাফি
করে।



আমার বাংলা বই

পরান বাবুর ছেলে পিকু। সে একটা বিড়াল পোষে। বিড়ালটা ধবধবে সাদা। ইন্দুর দেখলেই
সে তাড়া করে।

একটু দূরেই মতিবিবির মুরগির খামার। সেখানে আছে
অনেক মোরগ আর মুরগি। সকাল বেলা মোরগের ডাকে
সবার ঘুম ভাঙে। মোরগ ডাকে কুকুরু কু, কুকুরু কু।
লালবুঁটি মোরগ দেখতে খুব সুন্দর। মোরগ ও মুরগিগুলো
এদিক ওদিক চরে বেড়ায়। দানা খায়। মুরগি ডিম পাড়ে।
সেগুলি বেচে মতিবিবি অনেক টাকা আয় করেন।



মতিবিবি একটা কুকুর পোষেন। সে খামারের
মোরগ-মুরগি পাহারা দেয়। রাতের বেলা বুনো
শেয়াল ডাকে হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া। তারা
মুরগি খাওয়ার লোভে চুপি চুপি খামারের কাছে
আসে। টের পেয়ে কুকুরটা ডেকে ওঠে ঘেউ
ঘেউ করে শেয়ালকে। তাড়া করে শেয়ালকে।

মুরগির খামারের পাশে রয়েছে একটা বড় পুকুর। সেখানেই শীতল বড়ুয়ার হাঁসের
খামার। সে খামারে অনেক হাঁস আছে। সকাল
বেলা হাঁসেরা পঁয়াক পঁয়াক করে ডাকে। দল বেঁধে
পুকুরে নামে। সাঁতার কাটে। শামুক খায়। দেখতে
খুব ভালো লাগে।



পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

খামার	-	পশুপালন বা ফসল ফলানোর জায়গা।	সিমুর বাবার একটা খামার আছে।
খইল	-	পশুর খাবার।	সরমে থেকে তেল ও খইল হয়।
ভুসি	-	ছোলা বা গমের কুঁড়ো বা খোসা।	গমের ভুসি গরুর প্রিয় খাবার।
গোয়াল	-	গরু রাখার ঘর।	রাতে গরুগুলো গোয়ালে থাকে।
খড়	-	শুকনো ঘাস। ধান গাছের শুকনো অংশ।	লোকটা খড় কাটছে।
দানা	-	ছোলা, মটর বা গম।	কবুতর মটর দানা খেতে ভাণেবাসে।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

হাঙ্গা	-	ঙ = ম + ব	কঙ্গল, লঙ্গা
দ্বিতীয়	-	ঞ = দ + ব	ঢার, ঞীপ
শ্রেণি	-	ঞ = শ + র-ফলা (্ৰ)	শ্রমিক, পরিশ্রম

৩. উত্তর বলি ও লিখি।

- (ক) গ্রামের পাশের নদীটির নাম কী?
- (খ) রিতা কবুতরকে কী খেতে দেয় ?
- (গ) ছাগলছানারা কী করে ?
- (ঘ) বিড়াল কাকে তাড়া করে ?

- (ঙ) লালবুঁটি মোরগ দেখতে কেমন ?
- (চ) মতিবিবি কী বেচে টাকা পান ?
- (ছ) খামারের মোরগ ও মুরগির পাহারাদার কে ?
- (জ) মুরগির লোভে কে খামারের কাছে আসে ?
- (ঝ) পুকুরে হাঁসগুলো কী কী করে ?

৪. কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল বের করি। রেখা টেনে দেখাই।

গরুর ডাক	ব্যা ব্যা
করুতরের ডাক	হুকা হুয়া হুকা হুয়া
ছাগলের ডাক	বাক বাকুম বাক বাকুম
মোরগের ডাক	হায়া হায়া
কুকুরের ডাক	কুকুরু কু কুকুরু কু
শেয়ালের ডাক	ঘেট ঘেট

৫. নিচের উদাহরণ দেখি।

গরু → গরুগুলো।

এভাবে গুলো যোগ করে একের বেশি বোঝাতে শব্দ বানাই।

ছাগল	→
হাঁস	→
মুরগি	→
করুতর	→

৬. আমার প্রিয় প্রাণী সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

- (ক)
- (খ)
- (গ)

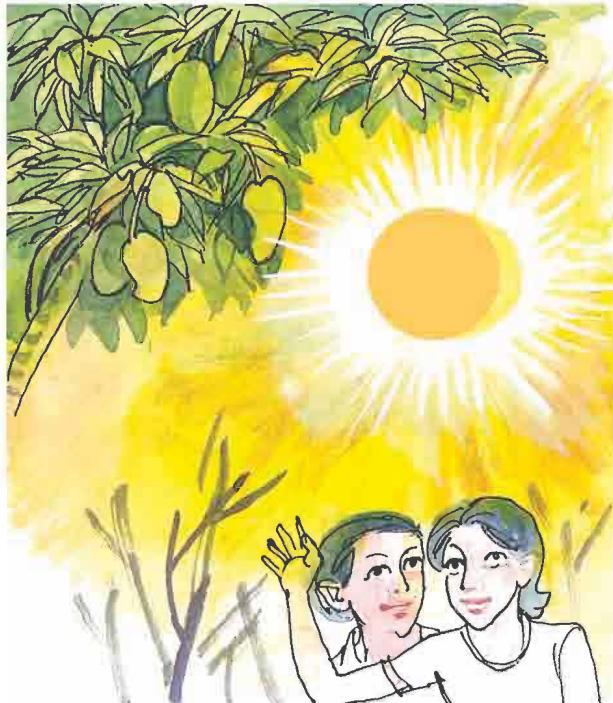
আমার বাংলা বই

ছয় খ্তুর দেশ

আমাদের দেশটা কত সুন্দর। তার নানা রূপ। চারপাশে সবুজ আর সবুজ। মাথার ওপর
নীল আকাশ। রূপালি ফিতার মতো নদী বয়ে যায়।

সকালে সূর্য ওঠে। আর নরম আলোয় চারদিক
হেসে ওঠে। দুপুরে রোদ কড়া হয়। বিকেলের
রোদ সোনালি। সন্ধিয়ায় নানা বর্ণে পশ্চিম
আকাশ রঙিন হয়ে ওঠে। রাত কখনো
অন্ধকার। কখনো চাঁদের আলোয় ঝলমলে।

এইভাবে এক দিন হয়। সাত দিনে হয় এক
সপ্তাহ। আর ত্রিশ দিনে এক মাস হয়। বারো
মাসে হয় এক বছর। দুই মাসে একটি খ্তু
হয়। আমাদের খ্তু হচ্ছে ছয়টি। সারা বছর
রোদ, বাতাস, গরম, ঠাণ্ডা এক রকম থাকে
না। দুই মাস বা একটি খ্তুতে এগুলো এক
রকম থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বদলাতে
থাকে। তখন অন্য খ্তু আসে।



বাংলা বছর বৈশাখ মাস থেকে শুরু হয়। বৈশাখ
ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস নিয়ে ধীরুকাল। এই
সময়ে খুব গরম পড়ে। খাল বিল শুকিয়ে ফেটে
যায়। কখনো কখনো প্রচণ্ড বাঢ় হয়। তখন
জানমালের ক্ষতি হয়।

আষাঢ় আর শ্রাবণ মাস নিয়ে বর্ষা খ্তু। আকাশে
তখন ঘন কালো মেঘের আনাগোনা। যখন তখন
ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামে। খালবিল পানিতে থই
থই করে। ব্যাঙ ডাকে ঘ্যাঙ্গু ঘ্যাঙ। কদম আর
কেয়ার গন্ধে বাতাস ভরপুর থাকে।





ফাল্লুন আর চৈত্র মাস মিলে বসন্ত ঝর্তু। এ
সময় প্রকৃতি নতুন রূপে সাজে। গাছে গাছে
নতুন পাতা গজায়। নানান ফুলে ভরা থাকে
গাছ। শাখায় শাখায় পাখি গান করে।
কোকিলের গানের সুরে মন ভরে যায়।
বাতাসে আমের বোলের গন্ধ ভেসে আসে।
মৌমাছি আর প্রজাপতি ওড়ে ফুলে ফুলে।
তাই বসন্তকে বলা হয় ঝর্তুর রাজা।

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

রূপ	- শোভা।	বাংলাদেশে একেক ঝর্তুতে একেক রূপ ।
বর্ণ	- রং।	বাগানে কত বর্ণের ফুল ফুটেছে।
রূপালি	- রূপার মতো।	রাতের আকাশে রূপালি চাঁদ দেখা যায়।
সন্ধ্যা	- দিন ও রাতের মিল হয় যে সময়ে।	সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরে আসব।
সপ্তাহ	- সাত দিন।	শীতে এক সপ্তাহ স্কুল ছুটি ছিল।
সুন্দর	- ভালো, উন্নম।	গোলাপ খুব সুন্দর ফুল।
ক্ষতি	- লোকসান।	কারো ক্ষতি করা ভালো নয়।
জানমাল	- জীবন ও জিনিসপত্র।	বন্যায় জানমালের ক্ষতি হয়।
প্রচণ্ড	- ভয়ানক, খুব বেশি।	প্রচণ্ড রোদে ঘুরে পিপাসা পেয়েছে।



ফাল্লুন আর চৈত্র মাস মিলে বসন্ত ঝর্তু। এ
সময় প্রকৃতি নতুন রূপে সাজে। গাছে গাছে
নতুন পাতা গজায়। নানান ফুলে ভরা থাকে
গাছ। শাখায় শাখায় পাখি গান করে।
কোকিলের গানের সুরে মন ভরে যায়।
বাতাসে আমের বোলের গন্ধ ভেসে আসে।
মৌমাছি আর প্রজাপতি ওড়ে ফুলে ফুলে।
তাই বসন্তকে বলা হয় ঝর্তুর রাজা।

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

রূপ	- শোভা।	বাংলাদেশে একেক ঝর্তুতে একেক রূপ ।
বর্ণ	- রং।	বাগানে কত বর্ণের ফুল ফুটেছে।
রূপালি	- রূপার মতো।	রাতের আকাশে রূপালি চাঁদ দেখা যায়।
সন্ধ্যা	- দিন ও রাতের মিল হয় যে সময়ে।	সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরে আসব।
সপ্তাহ	- সাত দিন।	শীতে এক সপ্তাহ স্কুল ছুটি ছিল।
সুন্দর	- ভালো, উন্নম।	গোলাপ খুব সুন্দর ফুল।
ক্ষতি	- লোকসান।	কারো ক্ষতি করা ভালো নয়।
জানমাল	- জীবন ও জিনিসপত্র।	বন্যায় জানমালের ক্ষতি হয়।
প্রচণ্ড	- ভয়ানক, খুব বেশি।	প্রচণ্ড রোদে ঘুরে পিপাসা পেয়েছে।

আমার বাংলা বই

৩. বাংলা বারো মাসের নাম সাজিয়ে বলি ও লিখি।

বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন
কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র

৪. ডালা ভরা শব্দ। বাম দিকের সারিতে শব্দ দেওয়া আছে। ডালা থেকে বিপরীত শব্দ নিয়ে ডান দিকের সারিতে লিখি।



দিন	রাত
সাদা	
আলো	
সকাল	
গরম	
শীত	
সূর্য	

আমার বাংলা বই

৩. বাংলা বারো মাসের নাম সাজিয়ে বলি ও লিখি।

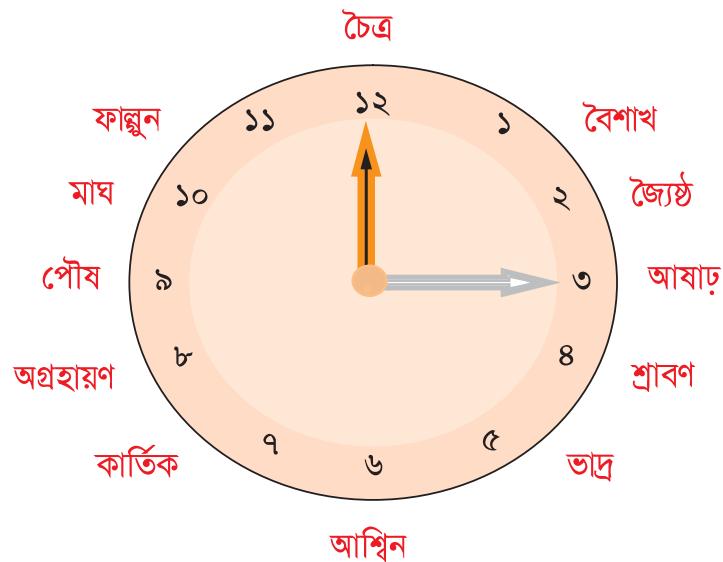
বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন
কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র

৪. ডালা ভরা শব্দ। বাম দিকের সারিতে শব্দ দেওয়া আছে। ডালা থেকে বিপরীত শব্দ নিয়ে ডান দিকের সারিতে লিখি।



দিন	রাত
সাদা	
আলো	
সকাল	
গরম	
শীত	
সূর্য	

৫. ঘড়ির ঘণ্টা ঘরে বারো মাসের নাম দেওয়া আছে। খালি ঘরে কোন মাসের নাম হবে ভেবে বের করি। নিচে দেওয়া সংখ্যার পাশে সে মাসের নাম লিখি।



(৩) আষাঢ়

(৫)

(৭)

(৯)

(১২)

৬. ছয় ঝতুর নাম বলি ও লিখি।

আমার বাংলা বই

৭. ছবিটি কোন খতুর? সেই খতু সন্ধর্কে তিনটি বাক্য লিখি।



(১)

(২)

(৩)

আমার বাংলা বই

প্রার্থনা

সুফিয়া কামাল

তুলি দুই হাত করি মুনাজাত
হে রহিম রহমান
কত সুন্দর করিয়া ধরণী
মোদের করেছ দান,
গাছে ফুল ফল
নদী ভরা জল
পাখির কঞ্চে গান
সকলি তোমার দান।
মাতা, পিতা, ভাই
বোন ও স্বজন
সব মানুষেরা
সবাই আপন
কত মমতায়
মধুর করিয়া
ভরিয়া দিয়াছ প্রাণ।
তাই যেন মোরা
তোমারে না ভুলি
সরল সহজ
সৎ পথে চলি
কত ভালো তুমি,
কত ভালোবাস
গেয়ে যাই এই গান।



আমার বাংলা বই

পাঠ শিখি

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

প্রার্থনা - কোনো কিছু চাওয়া।

মুনাজাত - কোনো কিছু চাওয়া, প্রার্থনা।

রহিম - যাঁর অনেক দয়া।

রহমান - করুণাময় আল্লাহ।

ধরণী - পৃথিবী।

মোদের - আমাদের।

কঢ় - গলা।

স্বজন - আপন লোক, বন্ধু-বান্ধব।

মমতা - মায়া, স্নেহ।

মধুর - খুব মিষ্টি।

সৎ পথ - ভালো কাজের রাস্তা।

তিনি তোরে উঠে প্রার্থনা

করেন।

বাবা-মা মুনাজাত করছেন।

স্ফটার এক নাম রহিম।

স্ফটার আরেক নাম রহমান।

আমাদের ধরণী ফুলে-ফলে

ভরা।

মোদের গরব মোদের আশা

আ-মরি বাংলা ভাষা।

তিনি সুরেলা কঢ়ে গান

গাইছেন।

স্বজনের কাছে মানুষ আনন্দ

পায়।

মায়ের মমতার তুলনা হয় না।

কোকিল মধুর সুরে গান গায়।

আমাদের উচিত সৎ পথে চলা।

২. যুক্তবর্ণটি চিনে নিই। যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরী শব্দ লিখি।

কঢ় - ঝ = ঝ + ঠ

কুঞ্চিত, গুঞ্চন

৩. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি ।

- (ক) ধরণী কে দান করেছেন ?
- (খ) আমাদের কাছে কারা আপন ?
- (গ) আমরা কেমন পথে চলতে চাই ?

৪. পরের চরণ বলি ও লিখি ।

কত সুন্দর করিয়া ধরণী

_____ ,

তাই যেন মোরা

_____ ,

৫. মিল করি ।

বাবা	বোন
চাচা	দাদি
ভাই	নানি
দাদা	মামি
নানা	চাচি
মামা	খালা
ফুফা	মা
খালু	ফুফু

আমার বাঙ্গা বই

মুক্তিযুদ্ধের একটি সোনালি পাতা

১৯৭১ সাল। মার্চ মাস। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিলেন। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ।

সেপ্টেম্বর মাস। পাকিস্তানি শত্রুসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে। মুক্তিসেনারা লড়াই করছেন বাংলার মাটিকে মুক্ত করতে।

একটি গ্রামে জঙ্গল ঘেরা পুরনো এক জমিদার বাড়ি। সেখানে ধাঁটি গেড়েছেন এক দল মুক্তিসেনা। সঙ্গে আছেন তাঁদের দলনেতা। আর

কয়েকজন মুক্তিসেনা আসবেন দুদিন পর।

তারপর তারা শত্রুদের আক্রমণ করবেন।



কিন্তু তখনই বিপদ ঘটল। পাশের গ্রামে ছিল শত্রুসেনারা। তারা গুলি চালাতে লাগল মুক্তিসেনাদের দিকে।

বিপদ টের পেলেন দলনেতা। তাঁরা মাত্র কয়েকজন। হাতে অল্প কয়েকটা অস্ত্র। একটা হালকা মেশিনগান আর কয়েকটি রাইফেল। অন্যদিকে শত্রুরা সংখ্যায় অনেক। তাদের হাতে প্রচুর অস্ত্র।

শত্রুরা এগিয়ে আসছে। গুলি ছুটে আসছে সামনে থেকে। ডান থেকে। বাঁ দিক থেকে।

কী করবেন মুক্তিসেনারা? পিছু হটবেন? তাঁরা ভাবতে লাগলেন। পেছনে রয়েছে একটা বড় গ্রাম। সেখানে অনেক মানুষের বাস। পিছু হটে গেলে শত্রুরা সহজেই সেদিকে এগিয়ে যাবে। গ্রামটি ধ্বংস করবে। অনেক মানুষ মারা যাবে। তা তো হতে দেওয়া যায় না। যে করেই হোক শত্রুদের ঠেকাতে হবে। এ জন্যে জীবন দিতেও তাঁরা রাজি।



আমার বাংলা বই

কিছুক্ষণের মধ্যে শত্রুরা অনেকটা কাছে এসে গেল। শত্রুর গুলি ছুটে আসতে লাগল। মুক্তিসেনারাও পাল্টা গুলি ছুঁড়তে লাগলেন।

যুদ্ধ চলছে। এক সময় গুলি এসে লাগল এক মুক্তিসেনার বুকে। তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। শহিদ হলেন।

দলনেতা বুঝলেন, শত্রুকে রুখতে হলে কৌশল বদলাতে হবে। তারা সংখ্যায় কম। এটি শত্রুদের বুবাতে দেওয়া যাবে না। শত্রুদের বোঝাতে হবে, তারা সংখ্যায় অনেক বেশি।

তাই তারা বার বার জায়গা বদলাতে লাগলেন। নতুন নতুন আড়াল থেকে অনবরত গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। বার বার বদলালেন মেশিন গানের জায়গা।

বুদ্ধিটা কাজে লাগল। শত্রুর গুলি কমে এলো। মুক্তিসেনাদের বুদ্ধি ও সাহসে শত্রুরা পিছু হটল। গ্রামটি রক্ষা পেল।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সে এক সোনালি পাতা।

পাঠ শিখ

১. শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই। বাক্যগুলো পড়ি।

মুক্তিযুদ্ধ - দেশকে স্বাধীন করার লড়াই। ১৯৭১ সালে এ দেশে **মুক্তিযুদ্ধ** হয়েছিল।

মুক্তিসেনা - স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই করে। **মুক্তিসেনারা** দেশের গৌরব।

ঘাঁটি - সৈন্যদের থাকার জায়গা। পেছনে রয়েছে মুক্তিসেনাদের বড় **ঘাঁটি**।

কৌশল - কাজ করার উপায়। মুক্তিসেনারা **কৌশলে** বিপদ মোকাবেলা করলেন।

শহিদ - মহৎ কাজে যিনি জীবন দেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অনেকে **শহিদ** হয়েছেন।

২. যুক্তবর্ণগুলো চিনে নিই।

বঙ্গবন্ধু	-	ঙ = ঊ + গ	বঙ্গ, ভঙ্গ
	-	ন্ধ = ন + ধ	অন্ধ, বন্ধ
মুক্তিযুদ্ধ	-	ক্ত = ক + ত	রক্ত, শক্ত
		দ্ধ = দ + ধ	বুদ্ধি, শুদ্ধ
পাকিস্তানি	-	স্ত = স + ত	আস্ত, সস্তা
অন্ত্র	-	ষ্ট্র = স + ত+র-ফলা	বষ্ট্র, নিরষ্ট্র
আক্রমণ	-	ক্র = ক + র-ফলা	বিক্রয়, শুক্র

৩. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

- (ক) কে মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিলেন ?
- (খ) মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় দাঁটি গেড়েছিলেন ?
- (গ) মুক্তিসেনাদের হাতে কী কী অন্ত্র ছিল ?
- (ঘ) মুক্তিসেনারা কেন পিছু হটতে চাইলেন না ?
- (ঙ) একজন মুক্তিসেনা কীভাবে শহিদ হলেন ?
- (চ) দলনেতার নতুন কৌশল কী ছিল ?
- (ছ) গ্রামটি কীভাবে রক্ষা পেল ?

আমার বাংলা বই

৪. বিপরীত শব্দ জেনে নিই।

যুদ্ধ	-	শান্তি
মুক্তিসেনা	-	শত্রুসেনা
অল্প	-	প্রচুর
জীবন	-	মরণ
শত্রু	-	মিত্র
অনেকক্ষণ	-	কিছুক্ষণ

৫. পড়ি ও বলি।

জ - উঁয়োগ অজ্ঞা, বজ্ঞা, ভজ্ঞা, সজ্ঞী, লবঙ্গা, সুরজ্ঞা, জঙ্গল, মঙ্গল

ন্ধ - দন্ত্য ন-য়ে ধ অন্ধ, গন্ধ, বন্ধু, সিন্ধু

ঙ্ক - ক - য়ে ত রঙ্ক, শঙ্ক, মুক্তি, শক্তি

৬. পড়ি ও লিখি।

সেপ্টেম্বর মাস। মুক্তিসেনারা লড়ছেন বাংলার মাটিতে। পাকিস্তানি শত্রুদের সঙ্গে তাদের লড়াই। শত্রুর গুলি আসতে লাগল। মুক্তিসেনারাও পাল্টা গুলি ছুঁড়লেন। যুদ্ধে একজন শহিদ হলেন। কিন্তু তারা লড়াই চালিয়ে গেলেন। রুখে দিলেন শত্রুদের।

৭. নিচের বাক্যগুলোর শেষে প্রশ্ন চিহ্ন বসাই।

কী করবেন মুক্তিসেনারা
পিছু হটবেন

গুনি আর গুনি

সকাল বেলা

তোর হয়েছে সেই কখন। খোপের চালে এখনও

একটি মোরগ ডাকছে। ডাল থেকে দুটি পাখি

ডানা মেলে উড়াল দিল আকাশে। নদীর ঘাটে বাঁধা ছিল তিনটি
নৌকা। চার জন লোক বোৰা মাধ্যম সেদিকে যাচ্ছে। পাঁচ মাইল
পুবে ছয় গ্রামের হাট বসবে। সাতটা আটটার মধ্যে সেখানে পৌছাতে
হবে। সকাল নয়টার দিকে হাট খুব জমবে। এই জমানো ভাব থাকবে
অনেকক্ষণ। দশটা থেকে এগারোটা বারোটা পর্যন্ত।

সংখ্যাগুলো পড়ি ও লিখি

১	২	৩	৪	৫
এক	দুই	তিনি	চার	পাঁচ
৬	৭	৮	৯	১০
ছয়	সাত	আট	নয়	দশ
১১	১২	১৩	১৪	১৫
এগারো	বারো	তেরো	চৌদ্দ	পনেরো
১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ষোলো	সতেরো	আঠারো	উনিশ	বিশ
২১	২২	২৩	২৪	২৫
একুশ	বাইশ	তেইশ	চৰিশ	পঁচিশ

আমার বাংলা বই

টিফিনের সময়

টিফিনের সময়। মাঠে খেলা করছে সব শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ত্রিশ জন ছাত্রী, একত্রিশ জন ছাত্র। ছাত্রীদের কয়েকজন আজ আসে নি। ছাত্রীরা দুই ভাগ হয়ে হাড়ডু খেলছে। বাত্রিশ তেত্রিশজন ছাত্রছাত্রী খেলা দেখছে। মাঝে মাঝে হাততালি দিচ্ছে। উল্লাসভরা হাসি শোনা যাচ্ছে। প্রথম শ্রেণির পঁয়ত্রিশ জন ছেলেমেয়ে বৌছি খেলছিল। এদিকের হল্লা শুনে তারাও চলে এলো। হাততালি আর চিকারে সবাই মশগুল। এমন সময় স্কুলের খেলার দিদিমণি সুমনা এলেন সেখানে। তার হাতে একখানা কাগজ। তিনি জোরে জোরে পড়ে শোনালেন ঘোষণাটি। স্কুলে বার্ষিক খেলার প্রতিযোগিতা হবে। এ মাসেরই সাতাশ ও আটাশ তারিখ খেলার বাছাই পর্ব। উনত্রিশ তারিখে চূড়ান্ত খেলা ও পুরস্কার দেওয়ার অনুষ্ঠান। খেলার পরের দিন ত্রিশ তারিখ তো ছুটি থাকেই। একত্রিশ তারিখ শুরুবার। এত আনন্দ আর ছুটির খুশিভরা দিন। আনন্দে উল্লাসে সবার ফেটে পড়ার দশা। সবাই আরও জোরে জোরে হাততালি দিল। উল্লাসে মেতে উঠল।

সংখ্যাগুলো পড়ি ও লিখি

২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
ছারিশ	সাতাশ	আটাশ	উনত্রিশ	ত্রিশ
৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫
একত্রিশ	বাত্রিশ	তেত্রিশ	চৌত্রিশ	পঁয়ত্রিশ
৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০
ছত্রিশ	সাঁইত্রিশ	আটত্রিশ	উনচাল্লিশ	চাল্লিশ
৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫
একচাল্লিশ	বিয়াল্লিশ	তেতাল্লিশ	চুয়াল্লিশ	পঁয়তাল্লিশ
৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
ছেচাল্লিশ	সাতচাল্লিশ	আটচাল্লিশ	উনপঞ্চাশ	পঞ্চাশ





আমাৰ বাল্লা বই

নানা রকম ফুল

আবু ও বুনা তাদেৱ ফুফুবাড়ি এসেছে। তাদেৱ ফুফাতো বোন আসমা। তার একটা গোলাপ বাগান আছে। সেখানে নানা রঙের গোলাপ গাছ আছে। সেটা দেখবে বলে ওৱা শিমুলতলি গ্রামে এসেছে। আসমা আপুৱ সঙ্গে তাৱা বাগানে গেল। একটা পুকুৱপাড় জুড়ে আসমাৰ বাগান। লাল, কালো, সাদা, গোলাপি রঙেৱ গোলাপ ফুটে আছে। ওৱা খুব খুশি হলো, ফুল গুনতে শুনু কৱল। একান্নটি লাল গোলাপ আৱ সাদা গোলাপ বায়ান্নটি। তেপ্পান্নটি কালো গোলাপ আৱ গোলাপি গোলাপ চুয়ান্নটি। হলুদ গোলাপ পঞ্চান্নটি। আসমা বলল, দেখলে তো। এখন তাকাও পুকুৱেৱ দিকে। ওৱা সিঁড়ি বেয়ে একেবাৱে পানিৱ কাছে গেল। পুকুৱে আছে সাদা আৱ লাল শাপলা। আবু ও বুনা হাঁটুজলে নেমে পড়ল খুশিতে। হাতে ধৰে ধৰে গুনল। সাদা শাপলা ফুল সাতান্নটি আৱ লাল শাপলা ফুল আটান্নটি। হাতেৱ কাছে যে কঢ়ি কলি পেল গুনল। উনষাটটি কলি। সারা পুকুৱেই ছড়ানো ফুল আৱ কলি। আসমা ওদেৱ বলল, কটা সিঁড়ি ভেঞে পুকুৱে নামলে? আবু ও বুনা বোকার মতো তাকিয়ে হাসল। তাৱপৰ জিজ্ঞাসা কৱল, কয়টি সিঁড়ি আপু? আসমা হেসে উত্তৱ দিল, দুই ভাগে ষাটটি সিঁড়ি।

সংখ্যাগুলো পড়ি ও লিখি

৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫
একান্ন	বাহান্ন	তিপ্পান্ন	চুয়ান্ন	পঞ্চান্ন
৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০
ছাপ্পান্ন	সাতান্ন	আটান্ন	উনষাট	ষাট
৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫
একষটি	বাষটি	তেষটি	চৌষটি	পঁয়ষটি
৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০
ছেষটি	সাতষটি	আটষটি	উনসত্তৰ	সত্তৰ
৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫
একান্তৰ	বাহান্তৰ	তিয়ান্তৰ	চুয়ান্তৰ	পঁচান্তৰ



আমার বাংলা বই

নানা ভাইয়ের ফলের বাগান

রফিক আর নিপা এসেছে নানা বাড়ি। নানা ভাইয়ের বিশাল বাগান। তাতে নানা রকম ফলের গাছ আছে। সুপারি গাছও আছে। ফল পাকার মৌসুমে নানাভাই গাছ ধরে ফল বেচে দেন। ক্ষেতরা গাছ থেকে ফল পাঢ়েন। ঝাঁকায় তুলে সাজান। তা মজার কাণ্ড মনে হয় রফিক নিপার কাছে। এবার সেই মজা দেখতে এসেছে ওরা। ছিয়াত্তর একর জমি। লিচু পেকেছে সাতাত্তরটি গাছে। সেগুলো পাড়া হচ্ছে। আটাত্তরটি গাছের আমে রং ধরেছে। সেগুলোর আম এখন পাড়বে। উনাশিটি গাছের আমেও দশদিন পর রং ধরার কথা। সেগুলো পরে পাড়া হবে। একাশিটি কঁঠাল গাছে সাদা দাগ দেওয়া। সেগুলো কিনেছেন সবুর মিয়া। বিরাশিটি কলাগাছের কলার ছড়ি কাটা হবে। সারি দিয়ে ঝাঁকা নিয়ে বসে আসে মজুররা। তিরাশিটি জামগাছের জাম পাড়ার অন্য ব্যবস্থা। নিচে জাল পেতে কোনা ধরে রাখবে ক্ষেতর লোকেরা। এ ছাড়াও নানাভাইয়ের বাগানে আছে নরহাটি নারকেল গাছ। আর আছে একশটি সুপারি গাছ। ওরা সারাদিন বাগানে কাটাল।

সংখ্যাগুলো পড়ি ও লিখি

৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০
ছিয়াত্তর	সাতাত্তর	আটাত্তর	উনাশি	আশি
৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫
একাশি	বিরাশি	তিরাশি	চুরাশি	পঁচাশি
৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০
ছিয়াশি	সাতাশি	আটাশি	উননরহাই	নরহাই
৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫
একানরহাই	বিরানরহাই	তিরানরহাই	চুরানরহাই	পঁচানরহাই
৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০
ছিয়ানরহাই	সাতানরহাই	আটানরহাই	নিরানরহাই	একশ

সমাপ্ত

২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ২-বাং

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত - বিক্রয়ের জন্য নয়।